এখানে দাঁড়িয়ে আছি

রেজোয়ান সিদ্দিকী

www.nagorikpathagar.org

এখানে দাঁড়িয়ে আছি

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

এখানে দাঁড়িয়ে আছি

রেজোয়ান সিদ্দিকী

ধলেশ্বরী প্রকাশন

www.nagorikpathagar.org

এখানে দাঁড়িয়ে আছি
রেজোয়ান সিদ্দিকী

প্রকাশক
ধলেশ্বরী প্রকাশন
লালকুঠি, মিরপুর
ঢাকা

প্রথম সংস্করণ
ফাল্গুন ১৩৯৬ ।। ফেব্রুয়ারী ১৯৯০

গ্রন্থস্বত্ব
কামরুননাহার খানম

প্রচ্ছদ
সৈয়দ লুৎফুল হক

মুদ্রণ
বর্ণলিপিমুদ্রায়ণ
২৭, কে. জি. গুপ্ত লেন
ঢাকা

মূল্য
ত্রিশ টাকা

Ekhaney Dharhiye Achhi.
A Novel By Rezwan Siddiqui

Price: Taka 30.00

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

এলাহী নেওয়াজ খান
আবদুল হাই শিকদার
নাসিরআহমেদ
শামছুর রহমান

www.nagorikpathagar.org

উপন্যাস হিসাবে প্রকাশের আগে বইটি সাপ্তাহিক ফোরাম-এর ঈদসংখ্যায় ('৮৯) প্রকাশিত হয়। --রে. সি.

<u>রেজোয়ান সিদ্দিকীর আরও বইঃ</u>

কথামালার রাজনীতি ১৯৭২-৭৯ [দ্বিতীয় সংস্করণ]
ভুল জ্যোৎস্নার পদলেহন
প্যাপিলন
পালাও জুলিয়া
রাসপুটিন
শূন্যতায় হাত
চীন ভেতর থেকে বদলে যাচ্ছে
পূর্ণগ্রাস

www.nagorikpathagar.org

এক

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ আকাশের এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

জানালার কাঁচ গলিয়ে সামান্য আলো এসে পড়েছে স্ত্রীর মুখের ওপর। শান্ত। নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে সে। সংসারের কোন উদ্বেগ কোন জটিলতার ছাপ নেই তার মুখের ওপর। এক প্রশান্ত মায়ের মুখচ্ছবি। তৃপ্ত। পৃথিবীর সকল উত্তাপ থেকে তাকে দুই হাতে আড়াল করে রাখে কামাল। সংসার সন্তান প্রিয়জন এইসব নিয়ে মোটামুটি সংসারী মানুষই সে।

কিন্তু খবরটা শুনে ভেতরে ভেতরে দাউ দাউ জ্বলতে থাকে। ঘুম আসে না। দূরে ট্রাকের বহর রা-রা করে ছুটে চলে। দুটি কুকুর ঝগড়া লাগিয়ে মধ্যরাতের স্তব্ধতা খানখান করে ভেঙে দেয়। একটি রিকশা ফাঁকা রাস্তায় ঘন্টি বাজিয়ে চলে যায়। একটি নিশাচর পাখী কি ডেকে উঠল? কামাল পাখীর ডাক শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে। আর একবার কি সেই ডাক শোনা যায়? ও অপেক্ষা করে, এক দুই তিন চার। না ঃ তবে কি ঘুমিয়ে গেল পাখীটা?

উঠে বসল ও। শিখার শান্ত স্নিগ্ধ মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। কামালের জীবনে যেটুকু আনন্দ, যেটুকু নিরিবিলি আছে তার সবটুকু এই শিখাকে ঘিরেই। কখনও কখনও বড় মায়া হয়। কখনও কখনও এই সংসারী পরিবেশের ওপর কেমন যেন নির্মোহ বোধ করে কামাল। মনে হয় এর কোন কিছুর সংগেই তার যেন কোন সম্পর্ক নেই। পথে যেতে যেতে প্রস্ফুটিত শিশু, কোমলাঙ্গী রমণী কিংবা হঠাৎ রজনী গন্ধার ঘ্রাণ যেমন মুহূর্তে দৃষ্টি এবং ঘ্রাণেন্দ্রীয় আচ্ছাদিত করে দেয় ঠিক তেমনি এই সংসারকে ক্ষণিকের অনুভূতি বলে মনে হয়। চমৎকার মায়াময় আকর্ষণীয়। পথের পাশে চলতে চলতে শিশুর হাসি, ফুলের ঘ্রাণ, রমণীর লাবণ্য যেমন মুহূর্তের পাওয়া, তেমনি মুহূর্তের পাওয়া বলে মনে হয় জীবনের এইসব অতুলনীয় প্রাপ্তিকে।

www.nagorikpathagar.org

সংসারও বোধ হয় এক রকম দায়ই। পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য এই দায়, সত্যি কি প্রয়োজনীয়? কখনও কখনও কামাল নির্ঘুম রাতে এই সব হিসাব করতে বসে। সমাজতাত্ত্বিকেরা বলবেন, অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কিন্তু সকল মানুষ যদি এইভাবে দায়বদ্ধতার নিগড়ে আবদ্ধ হতেন, তা হলে এ সমাজ, এই সভ্যতা কারা বানাতেন?

কামাল নিজেই নিজের সঙ্গে তর্ক করে। সংসারে মানুষ কি এই সভ্যতা নির্মাণে কোন অবদান রাখছে না? নিশ্চয়ই রাখছে। পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষ পরিবারবদ্ধ। এই পরিবারের কল্যাণের জন্যই আরও উন্নততর জীবনযাপনের জন্য তো মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম। তবু ইসরাইলের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য লড়ছে যে প্যালেস্টাইনী, সে যদি জ্যোৎস্না প্লাবিত কোন রাতে প্রেয়সীর ঘুমন্ত মুখের ওপর চোখ রেখে বিহ্বল হয়ে যায়, তা হলে তার পক্ষে কি এই লড়াইয়ে বিজয় অর্জন সম্ভব? কিংবা ভারতে স্বাধীন খালিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য লড়ছে যে মুক্তিসেনারা, সংসারী হওয়া তাকে কতটা মানাবে। পৃথিবীতে বোধহয় এটাই সার সত্যি ঃ নিজের জন্য নয়, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য কিংবা নিজের সমাজের আর সব মানুষের জন্য কোন কোন মানুষকে নিজের জীবনের কথা ভুলতেই হয়।

কিন্তু কামাল কি তা পেরেছে, কিংবা কামালের জন্য তার কি প্রয়োজন আছে?

টং টং করে দুইবার ইলেকট্রিক পোলের ওপর লোহার ডান্ডা দিয়ে পিটিয়ে দিল পাহারাদার। চাঁদের আলো তখনও শিখার মুখের ওপর। অনেকক্ষণ আর কিছুই না ভেবে সেই নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কামাল। আকাশ মোটামুটি মেঘমুক্ত। আলোছায়ার খেলা নেই। চাঁদের নিরুত্তাপ আলোর ভিতর আরও মায়াময় হয়ে উঠেছে শিখার মুখ। কামাল আস্তে করে তার কপালের ওপর একটা চুমু খেল। পাশের ঘরে শুয়ে আছে তাদের সাত বছরের একমাত্র সন্তান, সময়। সময় দেখতে দেখতে অনেকখানি বড় হয়ে গেছে। অ্যালবামে তার হাসিমুখ ছবি কখনও কখনও কামালকে সত্যি সত্যি এক অনির্বচনীয় আনন্দে ঠেলে নিয়ে যায়।

মশারি ছেড়ে কামাল পাশের ঘরে উঠে এল। এই ঘরে হালকা নীল আলো। তার ভেতরে কোলবালিশ আঁকড়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে প্রিয়তম সন্তান। এখানে চাঁদের আলো পর্দায় বাঁধা পড়েছে। ছেলেটি ঘুমিয়ে গেলেও তার মুখে দুষ্টু হাসি-হাসি ভাব। এর নাম বোধকরি সংসারের মায়া। মশারি তুলে সময়ের গালে চুমু খেল কামাল।

তারপর দরজা খুলে বাইরে বেরুল ও।

মানুষের জীবনের কোন কোন একান্ত অনুভূতি আছে, যা আর কাউকে শেয়ার করা যায় না। কোন কোন একান্ত উপলব্ধি আছে, যা অন্য কাউকে শেয়ার না

www.nagorikpathagar.org

করলে চলে না। তা ক্ষণিক আনন্দের হতে পারে, বেদনার হতে পারে, উদ্বেগের হতেপারে।

বাইরের হাওয়ায় শরীরে কিছুটা প্রশান্তি আসে। এই নগরীতে নিসর্গের খেলা নেই। এই নগরী গাছপালা বৃক্ষরাজিতে আচ্ছাদিত নয়, তবুও একেবারে বৃক্ষপত্র পুষ্পহীনও নয় এই রাজধানী। নগরীর উপকণ্ঠের এলাকায় গাছপালা হয়ত একটু বেশীই আছে। এই সব বৃক্ষ ঘিরে কোথায়ও কোথায়ও কুয়াশার সামান্য ঘের। কত দিন এভাবে নিসর্গের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি কামাল। জোৎস্নায় অস্পষ্ট আলোর ভেতরে ও সামনের বৃক্ষে প্রতিটি পাতা আবিষ্কার করার চেষ্টা করল। এখন সব একাকার হয়ে গেছে। পাতার শিরাও অস্পষ্ট। পাতার ওপরে ধূলিকণাও দেখা যায় না। বারান্দায় টবের ফুল স্থির হয়ে আছে। সামনে মাঠে সবুজ ঘাসের আস্তরণ, আরও দূরে নারিকেল তালপাতারা মাথা দোলাচ্ছে। তারও দূরে একটি পাঁচতলা ভবনের ওপর উজ্জ্বল আলো। শুধু এইটুকুর জন্যই কামাল কেমন যেন অস্থির ব্যাকুল হয়ে উঠল। এর চাইতেও গাঢ় সবুজ শ্যামলিমা সে ভিন্ন দেশে দেখেছে। কিন্তু এরকম পরমাত্মীয়তো কোন কিছুকেই মনে হয়নি। সে একটি গাঁদা ফুলের ওপর হাত রাখল, হাত বাড়িয়ে একটি আমপাতা ছুঁয়ে দিল, প্রিয়তম স্বদেশ আমার।

হঠাৎ এই মধ্য নিশিথে কামালের মনে হল নিচের সবুজ মাঠে আঁকড়ে ধরে এই ভূমি থেকে উত্থিত সোঁদা ঘ্রাণ, লাঙলের ফলার নিচে ফলবতী হওয়া শস্যের জমিন- এই সব কিছু আমার স্বদেশ। এ কি প্রিয়তমা শিখা, প্রিয়তম সময়ের চাইতে কম প্রিয় ? ওর ইচ্ছা করল শিখা এবং সময়কে তুলে নিয়ে ছুটে যায় কোন কর্ষিত মাঠের দিকে ; সবাই মিলে আঁকড়ে ধরে প্রিয়তম ভূমি। এই মাটি, এই নিসর্গ, এই সবুজ পত্রালী মৃত্তিকা থেকে উত্থিত ফলবান বৃক্ষ–এর সবটুকু রক্ষার জন্য সবাইকে যে হাত লাগাতে হয়। ঘরের ভেতরে ছুটে এল কামাল। ডাকল, 'সময়, শিখা।'

বোধ হয় নিজের উচ্চকণ্ঠে নিজেই চমকে উঠল ও। আর একবার ডাকবে? না, থাক; কিন্তু এই মৃত্তিকার কথা, এই পত্র–পুষ্পের কথা কাউকে বলতে চায় ও। কী স্বদেশ।

পেছনে বহু দিন আগে ফেলে এসেছে গ্রাম, সেখানে চৈত্রের দুপুরে বিরাণ হালটের পাশে কাঁঠাল গাছের ওপরে বসে একমনে ডাকে ঘুঘু, যেখানে সন্ধ্যায় কলরব করে পাখ–পাখালী ঘরে ফেরে, যেখানে ভোর সুঘ্রাণ ছড়িয়ে দেয়, যেখানে শস্যের সবুজ মাঠ বাতাসে হৃদয় পর্যন্ত আন্দোলিত করে, যেখানে শিশির পা ধুইয়ে দেয়, যেখানে হলুদ সর্ষে ক্ষেত হাতের নলি পর্যন্ত রাঙিয়ে দেয়, যেখানে নতুন পানির সংগে শাড়ী–পরা পুঁটি মাছ খলবল করে, যেখানে পাটিবেত ক্ষেতের ভিতরে মধ্যরাতে একাকী ডাহুক কাকে যেন ডাক দিতে থাকে, যেখানে পলাশ শিমুলের লাল ফুল দিগন্ত ধাঁধিয়ে দেয়, যেখানে উঠানে বেঁধে–রাখা তারের ওপর মধ্য রাতে

www.nagorikpathagar.org

টুপ করে এক ফোঁটা শিশির ঝরে পড়ে, যেখানে রমণীরা কুয়োতলায় আনন্দে কোলাহল করে ওঠে, যেখানে নিড়ানির মাঠে কৃষকরা সুর করে গান গায়, যেখানে একটি শালিখ এক-পা দুই-পা হেঁটে হঠাৎ উড়াল দিয়ে গিয়ে বসে বৃক্ষের শাখায়, যেখানে সুবেহ সাদেকের সময় আজানের ধ্বনিতে হৃদয়ের ভেতরে প্রশান্তি নেমে আসে, যেখানে ধান কাটার মওসুমে নেমে আসে আনন্দ ধুম, যেখানে একটি লাউয়ের জাংলার ভেতর সবুজ কচি লাউ দোল খায়, যেখানে টিনের চালের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা শৈশব-কৈশোরের সমস্ত স্মৃতির মূল ধরে নাড়া দিয়ে দেয়, যেখানে একটি কিশোরীর হাসি সমস্ত পৃথিবীর মালিকানা লিখে দেয়, যেখানে সলজ্জ বধূ ঘোমটা টেনে হাউলীবেড়ার ফাঁক দিয়ে নওশা দেখে। এই আমার মৃত্তিকা, এই আমার স্বদেশ। কামালের ইচ্ছা করে এই স্বদেশভূমির মানচিত্রে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত বিশাল বাহু বাড়িয়ে সবটুকু ভূমি আলিঙ্গন করে ঃ আমি এই ভূমির সন্তান। এ আমার স্বদেশ, এ আমার সকল ভালবাসার উৎস। এই ভূমি, এই প্রাকৃতিক পরিবেশ, এই জনমানুষের মধ্য দিয়ে আমি উত্থিত হয়েছি, অংকুর থেকে বেড়ে বেড়ে এই স্বদেশ ছুঁয়ে থেকে এখানকার আলো হাওয়ার ভেতর দিয়ে আমিও বৃক্ষের মত মৃত্তিকার গভীর পর্যন্ত মূল প্রোথিত করেছি, আমি দেব না, দেব না এ ভূমি।

www.nagorikpathagar.org

দুই

যশোর থেকে ঢাকায় এলে রানার ঐ একটাই গল্প। দেশটার ভেতরে কি ঘটছে খবর–টবর রাখিস কিছু? কামাল এসব বিষয়ে তেমন একটা পাত্তা দেয়নি : হ্যাঁ হ্যাঁ, বহুত কিছু ঘটছে। কিন্তু রানা শোনাতেই চায়। সীমান্ত এলাকার পরিস্থিতি, জমির বেচাকেনা, অচেনা মুখের আগমন এবং বসবাস এইসব নিয়ে রানার দেদার কথা জমে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরা একসঙ্গে পড়াশুনা করেছে। ওকে বরাবরই একটু মোটা বুদ্ধির মানুষ বলে মনে করেছে কামাল। যে কথাটা বুঝল, ঠাস করে তা বলে দেওয়াই ওর স্বভাব। ফলে বহু মানুষ ভুল বুঝেছে ওকে; এখনও ভুল বোঝে। কিন্তু ওর কথা হল সত্য কথাটা বললাম, দোষ কি করলাম বুঝলাম না। ওখানে কলেজে পড়ায় আর ঢাকায় একটি সংবাদপত্রে ঐ এলাকার খবর পাঠায়। তবে ওর 'দেশটার ভেতরে হচ্ছে কি' সমস্যা খুব কাউকে শোনাতে পারে না। মাঝে–মধ্যেই পত্রিকার ঢাকা অফিসে ছুটে আসে। সম্পাদককে কনভিন্স করার চেষ্টা করে। তারা বলেন, এই নিউজ ওপর থেকে কনফার্ম করতে হবে। ও বলে, "নিউজ কনফার্ম। আমি কনফার্ম করে এনেছি, ছেপে দেন'।

কিন্তু সে নিউজ ছাপা হয় না।

ও ঢাকা এসে পত্রিকার সব লোককে বোঝাতে চায় সীমান্তের ঘটনাবলীর সবটাই সত্য, দেশটা শেষ হয়ে যাবে, আপনারা একটা কিছু করুন। কিন্তু তেমন একটা সাড়া মেলে না।

রানা এসেছে গতকাল। এসে থেকেই আউট। বলে গেছে অনেক কাজ। অতএব রাতে কামালের বাসায় ফিরবে না। এবার রানাকে বেশ উদ্বিগ্নই মনে হচ্ছে। কথা বলছে কম। ওর মোটা বুদ্ধি নিয়ে ঝগড়া বাঁধাবার চেষ্টা করছে কম। চোখমুখ

www.nagorikpathagar.org

ভার। কামালকে শুধু বলেছে, পাত্তা দিলি না তো, টের পাবি। আসলে সমস্যার এক্সটেন্ড তোরা কিছুই বুঝতে পারছিস না।

এবার কামালও একটু চুপসে গেছে। ভারত-শ্রীলংকা চুক্তির পর পরিস্থিতির গুরুত্ব যে বেড়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এ কেমন কথা ঃ চুক্তির বিবরণ পড়ে কামাল শিউরে উঠেছে। চুক্তিতে বলা আছে, শ্রীলংকায় কোন বিদেশী সামরিক একপোর্ট আসতে হলেও ভারতের অনুমোদন লাগবে, কোন সামরিক যান শুভেচ্ছা সফরে এলেও ভারতের অনুমোদন লাগবে। শ্রীলংকাকে সকল অস্ত্র ও সামরিক সাজ-সরঞ্জাম কিনতে হবে ভারত থেক। শ্রীলংকার রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা-ও ডিকটেট করবে ভারত? কোন কোন অঞ্চল নিয়ে প্রদেশ হবে তাও ভারতের ইচ্ছাধীন? শ্রীলংকায় তাদেরই লেলিয়ে দেয়া তামিলদের দমন করতে গেছে ভারতীয় বাহিনী, মালদ্বীপে ভারতীয় চরেরা গিয়ে ওলট-পালট করে দিয়েছে সব, সেখানেও গেছে ভারতীয় সেনারা। ভুটান তো পকেটেই। সিকিম দখল করে নিয়েছে ভারত। আর নেপাল? নেপালে ভারতীয় নাগরিকদের প্রবেশ করতে ভিসা লাগে না। যে যখন খুশী গিয়ে, যতদিন খুশী থাকতে পারে। অবাধে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারে এবং নেপালের সর্বত্র ভারতীয় কারেন্সি চলে। ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ সব ভারতীয়দের দখলে।

বাংলাদেশ শান্তিতে আছে? থাকতে পারে? উপজাতীয় নিয়ে গোলমাল, সীমান্ত ষড়যন্ত্র, ছিটমহল নিয়ে টালবাহানা, আর গঙ্গার অসঙ্গত পানি প্রত্যাহার। এবং সবরকম ভারতীয় পণ্যের অবাধ বাজার এখন বাংলাদেশ। বাণিজ্য ঘাটতি হাজার হাজার কোটি টাকা। এ অবস্থা কতদিন চলবে? এরপর কি হবে?

কামাল অস্থির বোধ করে।

নিজেকে বোঝায়। না, তাই কি হয়? কোন মর্যাদাবান জাতি কখনও এভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায় না, যেতে পারে না। নইলে অমন পরাক্রমশালী আমেরিকাকে ভিয়েতনাম ছেড়ে লেজ গুটিয়ে পালাতে হত না। গরবাচেভকে বলতে হত না, আফগানিস্তানে ঢুকে পাপ করেছি। নিকারাগুয়ার জনগণ নিজস্ব সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারত না। হাঙ্গেরীতে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নিতে হত না। জনগণ আছে। জনগণ কখনও ভুল করে না। কিন্তু তবু কখনও কখনও ও অবাক হয়ে যায়, যে ভিয়েতনাম মার্কিন দখলদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে মুক্তি অর্জন করল, তারাই কিনা দখল করে বসল কম্পুচিয়া। এর নাম কি। আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেরাই আগ্রাসী শক্তিতে পরিণত হল ওরা। তবে কম্পুচিয়ার স্বাধীনতাকামী জনগণ তো ছেড়ে দেয়নি। সেখান থেকেও পালাতে হচ্ছে ভিয়েতনামী বাহিনীকে লেজ গুটিয়ে।

দরকার হলে ফের লড়াই, ফের যুদ্ধ হবে।

www.nagorikpathagar.org

অফিসেও এ নিয়ে মাঝে মাঝে তর্ক তোলে কামাল। তখন ওরা দুই দলে ভাগ হয়ে যায়। কখনও কখনও এসব তর্কে কামাল তার কোন কোন সহকর্মীকে চিনতে পারে না। শূন্য দৃষ্টি মেলে তাদের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এরা কারা? এরাও কি এই জনপদের মানুষ? কেউ কেউ শ্রীলংকায় ভারতের মেসেজ পাঠানোর যৌক্তিকতাও খুঁজে বের করতে চায়।

এ কথা তো কারও অজানা নয় যে প্রায় এক দশকেরও বেশী সময় ধরে ভারত শ্রীলংকার তামিলদের অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে শ্রীলংকার ভেতরে নাশকতামূলক কাজে মদদ দিয়ে আসছিল। এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই শ্রীলংকা সরকারের নাশকতা বিরোধী সর্বাত্মক অভিযান যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তখনই ভারত আঘাত হানল। প্রথমে তারা বলল, সাহায্য সামগ্রী পাঠাবে নৌ-পথে। শ্রীলংকার নৌবাহিনী তা ঠেকিয়ে দিল। রাজীব গান্ধী বললেন, বিমানে করে পাঠাব সাহায্য। শ্রীলংকার আকাশসীমা লংঘন করে ভারতীয় জঙ্গী বিমানের ছত্রচ্ছায়ায় বিদ্রোহী তামিলদের জন্য পাঠাল অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ। রাজীব বললেন, শ্রীলংকায় ভারতীয় তামিল বংশোদ্ভূতদের দুর্দশায় ভারত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না। আকাশসীমা লংঘনের মাধ্যমে শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হল। একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের ওপর ভারতের এই বর্বর আচরণ কোন যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব, তা বুঝতে পারে না কামাল। সহকর্মী তোফাজ্জল সাহেব বললেন, এটা ভারত আর শ্রীলংকার ব্যাপার। এ নিয়ে এত মাতামাতির কি আছে।

কামাল বলল, ভারত বাংলাদেশের বিপথগামী উপজাতীয়দের প্রশিক্ষণ দিয়ে নাশকতামূলক কাজে লেলিয়ে দিচ্ছে, এটাও কি সমর্থন করবেন? এবং একই পথ ধরে একদিন যে ভারত বাংলাদেশেও মেসেজ পাঠানোর চেষ্টা করবে না, তার গ্যারান্টি কি? আমরা কেন সেটা মেনে নেব। আমরা যদি মেনে না নেই তাহলে শ্রীলংকার জনগণ মেনে নেবে, তাই বা ভাবছেন কেন? তাই যদি হত তাহলে গার্ড অব অনারে শ্রীলংকার সেই মেরিন রাইফেল ঘুরিয়ে আঘাত করতে পারত না। এ আঘাত রাজীবের ওপর নয়। ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গোটা শ্রীলংকাবাসীর প্রতীকী প্রতিবাদ। সামনে ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে। আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার।

তোফাজ্জল সাহেব বললেন, খামকা জুজুর ভয় করছেন। ব্রিজের কাছে গেলেই ঠিক করা যাবে ব্রিজ কিভাবে পার হব।

কামাল বলে, না ভারত বড় দেশ বলেই কি আশপাশের ছোট দেশগুলির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এইভাবে বিপন্ন করে তুলবে? এটা মেনে নেয়া যায় না। তোফাজ্জল সাহেব বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন। বললেন, তো যান, আপনি গিয়ে ঠেকান।

www.nagorikpathagar.org

কামাল কিছুটা বিপন্ন বোধ করে। এদের ও চিনতে পারে না। ওর মনে হয়, ছুটে যায় গ্রামে। এ দেশের, এই মৃত্তিকার ঘনিষ্ঠ মানুষের কাছে। ও জিজ্ঞেস করতে চায়, আপনারা কি বলেন? এই জমি, এই সোনালী ফসল, এই প্রকৃতি-পরিবেশ স্থাপনের স্বাধীনতা এই সব কিছু আমাদের, আমরা সংরক্ষণ করব না?

নিশ্চয়ই। কামাল এর একটা ইতিবাচক জবাব নিশ্চয়ই পাবে। ও একা নয়। ও চেনা-জানা সবার সংগে আলাপ করবে। নিশ্চয়ই এই মৃত্তিকায় বেড়ে ওঠা মানুষেরা সবাই দাঁড়াবে এক সঙ্গে।

www.nagorikpathagar.org

তিন

সন্ধ্যার দিকে কামরুলের অফিসে জমজমাট আড্ডা বসে। কামালও প্রায় নিয়মিত আসে এখানে। সেখানে রাজনীতি, সেক্স–সবই আসে কথাবার্তায়।

কামাল ঢুকতেই কামরুল হৈ চৈ করে উঠল, 'এই যে কামাল আতাতুর্ক, এসেছ, ভালই হল। এখন তুমি এই ছোকরার সমস্যার সমাধান করে দাও। ওর হই–হই প্রেমটাও শেষ পর্যন্ত ছুটে গেছে তোমার পাল্লায় পড়ে।'

তওহিদের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল কামাল। দুপুরে বোধহয় গাঁজা–টাজা কিছু খেয়েছে। চেহারায় একটা ঝুলঝুল ভাব। তার ওপর বিকালে ভ্যানিসিং ক্রিমের মাজা দিয়ে এসেছে। তল্লা বাঁশের মত ধারালো ছেলে। ও–ও চেয়ারের সামনের দু'পায়া তুলে পেছনে একটু হেলান দিয়ে হাত দিয়ে বাতাস কেটে বলল, "হ, কামাল ভাই, আমি আর নাই আপনার সঙ্গে। আপনার লাইনে কথা বললে মেয়েরা পালিয়ে যায়।"

'কী রকম?'

'একটা মেয়েকে মোটামুটি ভাঁজ দিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু যেই রাজনীতির কথা উঠল, অমনি ফুটটুস। হায় হায় করে চলে গেল। এখন আমার কি হবে, বলেন।'

কামাল রিল্যাক্স করে বসে একটা সিগারেট ধরাল, 'আর একজনকে বল।'

'পারব না। একই পরিণতি হবে, কামাল ভাই, আমি শ্যাষ।'

'কেন? কথাটা কি?'

'এই যে সব আপনার বস্তাপচা মৌলবাদী থিওরী।'

'ধুর। তোমরা শালারা কোন পুরুষ মানুষই না। ধরা মেয়ে কেমনে খসে যায়। আমি বুঝতে পারি না।'

www.nagorikpathagar.org

'আপনে পারেন। আমরা পারি না। আমি নাই আপনার সঙ্গে।' বলে হাসতে থাকে তওহিদ।

'মেয়েটা সিপিবি করে?'

'হ, ওই লাইন।'

'তা হলে কেমন করে হবে?'

'না হলে কোথায় হবে। সব মেয়েই তো ওই পার্টি।'

'ধুর। বাজে কথা।' কামাল উড়িয়ে দিল।

'তাইলে আমারে একটা জুটাইয়া দ্যান।'

'ধুর, শালা ফাউল। জুটাইতে পারলে তোমারে দিমু ক্যান, আমি নিজে লইয়া লমু।' ওরা সব একসঙ্গে হেসে উঠল হো হো করে।

ততক্ষণে কামরুলের চা এসে গেছে।

আলোচনা চলে গেছে সাহিত্যে।

আল মাহমুদের একটা চমৎকার কবিতা বেরিয়েছে কোন কাগজে। তার গুণাগুণ নিয়ে চলছে কথা। ইফাত বলল, 'সৈয়দ আলী আহসানের লেখা পড়া যায় না।'

কামরুল খপ করে ধরে ফেলল কথাটা, 'কেন? পড়ে দেখছ কোন দিন?

'যেকোন একটা এপিসোড সম্পর্কে বলো তো?'

'না না পড়েছি।'

'না পড়ে বলবে না।'

ইফাত আমতা আমতা করে। বলে, 'না, মানে.....'

কামরুল বলল, 'না মানে, কি? এই ওজনের গদ্য আর কে লেখে দেখাও।'

'অনেকেই লেখে?'

' কে দেখাও বল।'

এবারও আমতা আমতা করতে থাকে ইফাত।

কামরুল বলল, 'দেখতে পার না বলে চলন বাঁকা, না?'

'আরে না, লোকটা রাজাকার।'

এবার আরও ক্ষেপে গেল কামরুল। তওহিদও ওর সঙ্গে যোগ দিল, 'কেমন করে?'

ইফাত বলল, 'রাজাকারই তো।'

তওহিদ বলল, 'ওই ওই বেটা, সৈয়দ আলী আহসান রাজাকার তো মুক্তিযোদ্ধা কে? তোমাদের কবিরাজ, সৈয়দ সাহেব?'

'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।'

www.nagorikpathagar.org

কামরুল চেঁচিয়ে উঠল। বলল, স্বাধীনতার সময় সৈয়দ আলী আহসান গেলেন ভারতে, আল মাহমুদ গেলেন ভারতে, ওখানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করলেন। ওরা হয়ে গেলেন রাজাকার। আর গোটা মুক্তিযুদ্ধের সময় তোমাদের ওই কবি, এখন বিপ্লবী, কাজ করল মিলিটারীর দৈনিকে, সৈয়দ থাকল লন্ডনে, ওরা হয়ে গেল মুক্তিযোদ্ধা। শালা ইয়ার্কি মারো, না?'

ইফাতের হাসি ম্লান হয়ে গেল। বলল,'কে বলল? উনি মুক্তিযুদ্দেধ যাননি?'

'না।'

'বিশ্বাস হয় না।'

কামরুল উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল,'চল এখনই। ওই পত্রিকা অফিসে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসি। এক শ' টাকা বাজি। উনি সেভেনটিওয়ানের ডিসেমবরের বার তারিখ পর্যন্ত ঢাকায় কাজ করেছেন। আমি জানি।'

' তা হলে ' ?

'সে জন্যই তো উনি মহামুক্তিযোদধা। আর আমরা সবাই দালাল।'

ইফাত কি যেন আমতা আমতা করল।

কামরুল জিজ্ঞেস করল, 'শোন, কর্নেল ফারুক মুক্তিযোদধা?'

' মুক্তিযোদধা।'

'কিন্তু তোমাগো কেউ মানে? কর্নেল ফারুককে মুক্তিযোদধা স্বীকার করতে হয় বলে এখন নতুন পাট্টি বাইরোইছে—মুক্তিযোদধা নয়, মুক্তিযুদেধর পক্ষের শক্তি। সেখানে দাঁড়িয়ে অবলীলায় বলা যায়, মিস্টার এক্স মুক্তিযুদেধর বিপক্ষের শক্তি অতএব মুক্তিযুদধ করে থাকলেও তিনি এখন বিরুদেধ। গেলি.....'

ইফাত বোকার মত তাকিয়ে রইল।

কামরুল বলল, 'তোমাগো শালা কোন ভাবই বুঝলাম না। এদের রাজাকার বলা হয় এরা মুসলমান বলে, এরা ধর্মবিশ্বাসী বলে। কেউ হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করলে পুজা-অর্চনা করলে দোষ হয় না, কেউ বৌদ্ধ-খৃষ্টান হলে দোষ হয় না, মুসলমান হলেই সে রাজাকার হয়ে যায়। এটা তোমাদের ছাড়তে হবে সোনা।'

ইফাত একটু থেমে বলল, 'কিন্তু লোকটা মৌলবাদী।'

কামরুল কথাটা পড়তে দিল না, খপ করে ধরে নিয়ে বলল 'এটা আবার কি আংকেল।'

'এই যে জামাতীদের উত্থান।'

কামরুল বলল, 'হ্যাঁ, তাতে কি? আওয়ামী লীগ উঠতে পারবে, সিপিবি উঠতে পারবে, জামাতে ইসলাম উঠতে পারবে না? দেশে যদি একটা ফেয়ার ইলেকশন হয়, বেশীর ভাগ লোক যদি জামাতকে ভোট দেয়, তা হলে মেনে নিবা না?'

'সেটা ঠেকাতে হবে।'

www.nagorikpathagar.org

'কেমন করে? পিটিয়ে? পলিটিক্সকে পলিটিক্স দিয়ে ঠেকাতে হবে। সেই চেষ্টা কর।'

ইফাত বলল, 'তবে কি আপনি মনে করেন বাংলাদেশের পরিণতি ইরানের মত হতে দেয়া উচিত।'

'না, তা–ও মনে করি না। সেটা বাংলাদেশে হবেও না। কিন্তু ইরানের বর্তমান অবস্থা মেনে নেয়া ছাড়া তোমার কি–ই বা করবার আছে? সেখানকার বেশীর ভাগ লোক খোমেনীকে চেয়েছে, খোমেনী এসেছে। যেদিন চাইবে না, সেদিন খোমেনী থাকবে না। কিন্তু তার জন্য সেখানকার উদারনীতিকদের বহুদিন ধরে কাজ করতে হবে। সেভাবে কাজ করতে পারলে একদিন এরা চলে যাবে। খালি বসে বসে রাজা–উজির মাইরো না।'

কামাল বলল, 'মূল কথা বোধহয় অনেস্টি। ধর্মে যাদের বিশ্বাস আছে, কিংবা বিশ্বাস নেই, তাদের সবার মধ্যেই ওই জিনিসটা থাকলে কাউকে অহেতুক রাজাকার বলে গাল দেয়ার দরকার পড়ত না।'

কামরুল বলল, 'ভাল কথা বলেছিস দোস। এই ধর, তোমাদের মতলববাজ কবিরাজের কথা। বাংলা একাডেমীর গবেষণার নামে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা নিয়ে গেল বিসিসিআই–এর। জানো তো, সে প্রথমে ঐ গবেষণা বৃত্তির একজন জাজ ছিল। পরে জাজের পদ ত্যাগ করে প্রার্থী হয়ে গেল। হ্যামলেটের টীকা–ভাষ্য আবার কি গবেষণা? বিসিসিআই এই বৃত্তি দিয়েছিল মৌলিক গবেষণার জন্য। ফলটা কি হল? এই গিরিংগির জন্য বিসিসিআই পরের বছর থেকে বন্ধ করে দিয়েছে এই বৃত্তি। ধুন করিস, না? বৃত্তিটা থাকলে সত্যি কিছু মৌলিক কাজ হত। হত না?

ইফাত কোন কথা বলল না।

কামাল জিজ্ঞেস করল তওহিদকে, 'তোমার সমস্যাটি কি শুনি?'

'ধুর, আর বইলেন না। একটা মেয়ের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে কথা বলছিলাম। বললাম যে, জামাত মৌলবাদী হোক, আর যাই হোক, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিপক্ষে তো কাজ করছে না। অথচ ওইসব ফকট পার্টি তো সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিতে চায়। সার্বভৌমত্ব আগে, তারপর মৌলবাদ।'

'মেয়েটা কি বলল?'

'বলল, ও মা, আপনি মৌলবাদীদের পক্ষে? না ভাই, না।'

'তুমি আসলে জামাত কর?'

'না।'

'কোন পার্টির সাপোর্টার তুমি?'

www.nagorikpathagar.org

'বিএনপি।'

'তা হলে তো মরছ।'

'কেন?'

'তুমি তো স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি।'

'কেমন করে?' তওহিদ অবাক।

'কেন? জামাত–বিএনপি তো স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি।'

'হ, বললেই হইল।'

'সেভাবেই তো গোটা দেশ ভাগাভাগি হয়ে গেছে।'

'তাতে আমার কি? আরে জানা আছে। বাদ দেন।'

'সাবধান হইয়া যাও বাচ্চে লোক।'

'মেয়েটা শেষ পর্যন্ত তোমাকে কি বলল?' কামরুল হাসতে হাসতে তওহিদকে জিজ্ঞেস করল।

'আর ফোন করে না। মইরা গেছি গা।'

'যাক, আল্লা তোমারে বাঁচাইছে।' কামাল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'তবে,' কামরুল বলল, 'দোস্ত, ইন্ডিয়ান ভেস্টেড ইন্টারেস্ট এতটা বেড়ে গেছে যে সামনে বেশ দুঃসময় আছে বলেই মনে হয়। ঢাকার রাস্তায় দেখছিস না, এখন সব ধ্যাবড়াইনা টাটার বাস। এই মালগুলা এক বছরও চলে না। টেইসা যায়। কাগজে পড়ছস না, এগুলা ওখানকার মার্কেটে রেটের দ্যাড়া দামে বিক্রি করে আমাগো দেশে। না কিনলে পার্বত্য চট্টগ্রামে উত্তেজনা বাড়ে।

কামাল কোন কথা বলে না।

কামরুল বলল, 'অথচ দেখেছিস ফিফটিজের মুড়ির টিন এখনও চালু আছে রামপুরা রোডে। অত সহজে ওগুলা ধ্যাবড়ায় না। তা ছাড়া দুই নম্বরী ইঞ্জিনও আসছে। ঠ্যালা সামলাও। প্রগতি আগে কিছু অ্যাসেম্বল করত, এখন সে ঝামেলাও শেষ। একেবারে পুরো বাস আসে রংচং মেখে। প্রগতির লালবাতি।'

এরপর সবাই চুপ করে গেল। বাইরে ব্যস্ত নগরী। ফুটপাতে যানবাহনে মানুষের ভিড়। ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে আলো। কিন্তু তার নিচেই ঘন অন্ধকার। কামাল সেই আলো–অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল।

তওহিদ বলল, দোস্ত, বেনাপোল গেলে বুঝতি কারবারটা কি হচ্ছে। শত শত ট্রাক আসছে ভারত থেকে। যাচ্ছে না একটাও। বাইলেটারাল ট্রেডে কিছুতো যাবার কথা বাংলাদেশ থেকে। আমি দুবার গেছি ইন্ডিয়ায় সড়ক পথে। একবারও একটাও ট্রাক দেখিনি যে বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছে। ট্রেড ইমব্যালান্স বাড়ছে।'

কামাল বাইরের দিকেই তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। মুখে শুধু বলল,'হু।'

www.nagorikpathagar.org

কামরুল বলল, কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন, ইন্ডিয়া যে এইভাবে বাজার বানাচ্ছে বাংলাদেশকে, কোন বুদ্ধিজীবী এগিয়ে আসছে না। একটা বিবৃতি পর্যন্ত দিল না কেউ।'

ইফাত বলল কথাটা। বলল, 'কেন এই যে ভারতীয় বইয়ের অবাধ আমদানীর বিরুদ্ধে সেদিন বুদ্ধিজীবীরা বিবৃতি দিল।'

কামরুল অবাক হয়ে তাকাল ওর দিকে। অন্যরা তাকাল কামরুলের দিকে।

কামরুল বলল, 'কথাটা বলেছ ঠিক কিন্তু সেও বই নিয়েই। ওতে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের আঁতেলগিরি হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে তো। বুদ্ধিজীবীরা তো নানা ধুনপুন করেই খায়। এখন সেটুকুও যদি যায়, তা হলে এই সমাজের ক্রিমটা খাবে কেমন করে। সেই জন্য।'

ইফাত আপত্তি করল,'না কামরুল ভাই, এটা ঠিক না।'

'হতে পারে।' কামরুল বলল, 'তুমি আর একটা দেশের স্বার্থের ইস্যু দেখাও যাতে বুদ্ধিজীবীরা বিবৃতি দিয়েছে।

'সব বিবৃতি আমি পড়িনি।'

'আসলে দেয়ওনি।' টেবিল চাপড়ে কামরুল বলল, কিন্তু বাংলাদেশকে ভারতের অবাধ বাজার না করার বিরুদ্ধে বিবৃতি দেয়া উচিত ছিল, ট্রেড ইমব্যালান্স দূর করার জন্য সজাগ হওয়া উচিত ছিল, সীমান্তে ভারতীয় বাহিনীর ছত্রছায়ায় সেখানকার নাগরিকরা যে সীমান্তের ধান কেটে নেয়, গরু-ছাগল কেড়ে নেয়, তার প্রতিবাদ করা উচিত ছিল, আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত ছিল, ছিটমহল নিয়ে টালবাহানার জন্য। কই, করেছে?'

কামাল বলল, 'দোস্ত, আগ্রাসন কোথায় নেই। তবে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনও কম যায় না। ভারতীয় হিন্দি ভিডিও ক্যাসেটের বদৌলতে জীবনধারার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে। আমাদের ভাষা ও দৈনন্দিন কথাবার্তার ওপরও তার প্রভাব পড়ছে। এই তোমরা সুনীল-শক্তি-শীর্ষেন্দু নিয়ে ভ্যাগর-ভ্যাগর কর, আজ যদি এমন হয় যে, ওরা তিনজন ঠিক করে ঈদ সংখ্যায় ঢাকার কাগজগুলিতে উপন্যাস লিখবে, তা হলে কোন কাগজ না ছাপবে বল?

'সবাই ছাপবে'। অন্যরা একযোগে বলল।

'ধর ওরা ন'টা বস্তাপচা উপন্যাস পাঠাল, তা হলে আমাদের দেশের অন্তত নয়জন সম্ভাবনাময় কথা শিল্পীকে বাদ দিতে হবে। হবে না?

'তা তো বটেই।' তওহিদ বলল।

'তা হলেই ভেবে দেখ। কিন্তু দেশ যদি স্বাধীন সার্বভৌম হয় তা হলে নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোর জন্য তোমার দেশের লেখকের লেখাই ছাপা উচিত। এটা দায়িত্বের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু হীনমন্যতা, অহেতুক দাদাভক্তি নিজের দেশের সংস্কৃতির বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এই মনোভাব বদলানো দরকার।

www.nagorikpathagar.org

তওহিদ বয়সে তরুণ। দু'চারটা ভাল কবিতা লিখে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মনোযোগ দিয়ে শুনল কথাটা। তারপর বলল, 'সত্যি বলেছেন। সুনীলরা লিখলে তো আমাদের তরুণরা আউট হবেই।'

কামরুল বলল, 'চল আজ উঠি। সাড়ে নয়টা বেজে গেছে।'

ওরা সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

www.nagorikpathagar.org

চার

অফিস থেকে ফিরে কামরুল চুপচাপ শুয়ে ছিল। সময় এসে ওর কানে কানে বলল, 'বাবা এবার ছুটি হলে গ্রামে যেতে হবে?'

'কেন বাবা, মোটে তো তিন/চার দিন ছুটি।'

'তবু গ্রামে যাব বাবা।'

'কার সঙ্গে যাবে? আমার তো সময় নেই।'

'আমিন চাচ্চুর সঙ্গে যাব।'

কামাল বলল, ঠিক আছে যেও।'

সময় তবু গেল না। বলল, 'বাবা, জান, আজ স্কুলে কি হয়েছে, দু'টো ছেলে না মারামারি করেছে। একটা ছেলে পড়ে গিয়েছিল, ওর নাক দিয়ে রক্ত পড়েছে। তখন টিচাররা ওর মাথায় পানি ঢেলেছে।'

'তোমাদের ক্লাসের?

'হ্যাঁ বাবা।'

'তুমি কিন্তু কখনও মারামারি কোরো না।'

'আচ্ছা বাবা।'

কামাল বালিশে হেলান দিয়ে পা লম্বা করে শুয়ে ছিল। ভাল করে তাকিয়ে দেখল সময়ের দিকে। সময়ের গাঢ় চোখ, চোখে রাজ্যের কৌতূহল। বাবার দৃষ্টির সামনে সে চুপ করে গেল। একটু থতমতও বুঝি খেল।

সময় বিছানার ওপর উঠে বসল, 'বাবা তোমার জ্বর?'

'না বাবা।'

ও সময়কে বুকের মাঝখানে টেনে নিল। সময় বাবার গলা জড়িয়ে ধরে পড়ে রইল চুপ করে।

www.nagorikpathagar.org

দেয়ালে ক্যালেন্ডারের পাতা উড়ছে পতপত করে। তার ভেতরে বাংলাদেশ। কোন পাতায় কোমড় পানিতে দাঁড়িয়ে সোনালী আঁশের গোছা ধুয়ে নিচ্ছে এই মৃত্তিকার কৃষক, কোন পাতায় সবুজ শস্য ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে লাঙল কাঁধে হেঁটে যাচ্ছে কয়েকজন চাষী। কোনটায় একটি শালিখ দাঁড়িয়ে আছে কোন গ্রামের নিবিড় বৃক্ষের ডালে।

কামাল তাকিয়ে দেখল সময়ের মুখের দিকে। ঘুমিয়ে গেছে।

স্বাধীন দেশের সন্তান এই সময়। শান্তিতে বন্ধ করে আছে চোখ। ওর কালো লম্বা ভ্রূর মধ্যে বাংলাদেশের গোটা শ্যামলিমা চুপ করে আছে। ওকে আস্তে করে পাশে বালিশে শুইয়ে দিল কামাল।

ও ভাল করে তাকিয়ে দেখল প্রিয়তম সন্তানের মুখের দিকে। সন্তানের মুখের মধ্যে কী অপার সৌন্দর্য, কী দুর্নিবার আকর্ষণ। শ্রম দিয়ে, ঘাম দিয়ে, বুক দিয়ে মানুষ রক্ষা করে তার সন্তানকে। কিন্তু এই সময় একদিন পরাধীন হয়ে পড়বে? না অসম্ভব। না।

না।

না।

না।

না।

কামালের ইচ্ছা করে, আরও জোরে, আরও প্রচন্ড শক্তিতে, সমস্ত পৃথিবী উচ্চকিত করে চীৎকার দিয়ে ওঠে

না---, তা হতে পারে না। আমরা তা হতে দেব না।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ল কামাল। বসল ওঠে। ফ্যান ঘুরছে বোঁ বোঁ করে। মাথার ভেতরে ভাবনাগুলি এমনি ঘুরপাক খেতে থাকে। কামাল ঘরের ভেতরে পায়চারি করে। মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত জোরে জোরে ঠোকে বাঁ হাতের তালুর ওপর।

ছাদের সঙ্গে একটি ঝালর। ফ্যানের বাতাসে অবিরাম টুংটাং শব্দ করে। শোকেসে একটি মাটির পুতুল, চাকাঅলা ঘোড়া। ফুলদানি, সাজানো বেলীফুল, কিছুটা ম্লান। কামাল বুকভরে ঘ্রাণ নিল। একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছা করেছিল খুব। ধরাল না। সময় ঘুমাচ্ছে। থাক।

তখন শিখা এল স্কুল থেকে। সিঁড়ি বেয়ে চার তলার এই ফ্লাটে উঠে এসে একটু ক্লান্ত। সারা দিন কথা বলার চাকরি।

ঘরে ঢুকে কামালকে পায়চারি করতে দেখে শিখা একটু স্তম্ভিতই হয়ে পড়ল। কামালের কপালের ওপর হাত রেখে বলল, 'তোমার অসুখ?'

ও হাসল। বলল, 'না।'

www.nagorikpathagar.org

হাতের ব্যাগ টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে শিখা বলল, 'তোমার কিছু হয়েছে?'

কামাল কোন জবাব দিল না। একদৃষ্টিতে শিখার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল। শিখার পরনে হালকা ঘিয়ে রঙের টাংগাইল শাড়ী। কাঁধের ওপর ভেঙে পড়া এলো খোঁপা। নাকের ওপর সামান্য ঘামের চিহ্ন। গলায় চিকন একটা সোনার চেন। হাতে শাড়ীর সঙ্গে ম্যাচ করা চুড়ি।

কিছু বুঝতে না পেরে শিখা কামালের হাত ধরল, 'এই সত্যি করে বলো তো, তোমার কী হয়েছে?'

'শিখা আঁচল তুলে কামালের মুখ মুছিয়ে দিল। তারপর ওর কপালের ওপর চুমু খেল আস্তে করে।

এই মৃত্তিকায় বেড়ে ওঠা কেমন সোনার সন্তান! শিখার এই একটু ভারী ভারী শরীর, নিসর্গ শোভার মত মুখ আজ আরও বেশী বিস্ময়কর মনে হল ওর। মমতায় বুকটা ভরে গেল। বলল, 'কিছু না। এমনি ভাল লাগছে না।'

কামাল একবার ভাবল, বলে শিখাকে। শিখারও ব্যাপারটা জেনে রাখা ভাল। কিন্তু তার জন্য তো সময় নিয়ে বসা দরকার। ও একদিন শিখাকে সব কথা বলবে।

হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় পাল্টে ফিরে এল শিখা। ততক্ষণে চায়ের পানি ফুটে গেছে। দু'কাপ চা নিয়ে এসে শিখা বসল পাশে।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কামাল ডাকল, 'শিখা।'

'হ্যাঁ।'

'তোমার ইন্ডিয়ান শাড়ী আছে ক'টা?

'কেন, গোটা চারেক।'

'ইন্ডিয়ান শাড়ী আর না কিনলে হয় না?

'কিনি না তো। গত দুই বছরের মধ্যে একটাও কিনিনি।'

'আর কিনো না।'

'লোকে এমনি ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান করে। ইন্ডিয়ান শাড়ীর জমিন ভাল না।'

কামাল একটু স্বস্তিবোধ করল। বলল, 'খুশী হলাম।'

শিখা এমনিতেও বোঝে, কামাল ভারতীয় জিনিসপত্র পছন্দ করে না। শাড়ী কিনতে গেলে তিন শ' টাকার বাজেট পাঁচ শ' টাকা করে। কিন্তু ভারতীয় শাড়ী-কাপড় নো।

শিখাও হেসে ফেলল এবার। বলল, 'এই জন্য?'

'হ্যাঁ।' বলে কামাল উঠল।

'বাইরে বেরোচ্ছ নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

www.nagorikpathagar.org

'এই এমনি, রাস্তায়। একটু ঘুরে আসি। দেশের অবস্থা ভাল না, বুঝলে?'

শিখা কিছু বলল না।

কামাল শার্টের হাতা গোটাতে গোটাতে বাইরে চলে এল।

পুরানা পল্টনের গলির ভিতর থেকে বড় রাস্তায় ওঠে এল ও।

সাড়ে পাঁচটা। সূর্যের প্রখরতা নেই। তার ভেতরে এক আশ্চর্য গোধূলি নেমেছে দিগন্তরেখা বরাবর। ফকিরেরপুল পানির ট্যাংকের উল্টোদিকে ও একটা রিকশা থামাল।

রিকশাঅলা মাঝবয়েসী। মুখে কাঁচা-পাকা দাঁড়ি। গায়ে গেঞ্জি। রিকশার হ্যান্ডেলের ওপর একটা গামছা বাঁধা।

'ভাই, যাবেন?'

'কোথায় যাইবেন স্যার?'

'তা তো ভেবে দেখিনি। সামনের দিকে যাব, যতদূর সামনে যাওয়া যায়।'

রিকশাঅলা একটু ভাবল।

কামাল বলল, 'ভাববেন না। যা ন্যায্য, পাবেন।'

'না, স্যার তার জন্য ভাবতাছি না। ঠকাইবেন ক্যান। ওঠেন।'

কামাল উঠে বসল।

রাস্তায় যানবাহনের স্রোত। ফুটপাতে মানুষ। সংখ্যাহীন প্রিয় মানুষেরা সব।

কাকড়াইলের মোড়ে এসে রিকশা ডানে টার্ন নিল। আশ্চর্য এই জনপদ। রাস্তার পাশে হঠাৎ বাড়ীঘরগুলিতে সবুজের ছোঁয়া। কোন কোন ভবনের পাশে বাগান। বাগানে আশৈশব চেনা সব ফুল ফুটে আছে। সামনে রিকশায় এক রমণীর খোলা চুল বেরিয়ে পড়েছে রিকশার বাইরে। হাওয়ায় উড়ে উড়ে যাচ্ছে দীঘল কেশদাম। ফুটপাত ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে গার্মেন্টস শ্রমিক একদল তরুণী, কিশোরী-তরুণী। দোকানে দাঁড়িয়ে সওদা করছে মায়ের মত সৌম্য শান্ত শুভ্রবসনা এক মহিলা। একটি গাড়ী পাশ কেটে চলে গেল। পেছনের সিটের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে হাস্যোজ্জ্বল একটি শিশু। কামালকে হাত নাড়ল সে। দুষ্টু। বেইলী রোডে নাট্যমঞ্চে হাউসফুল। কয়েকটি দম্পতি টিকিট না পেয়ে ফুচকার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ পাশে টাঙ্গাইল শাড়ী কমপ্লেক্স। দোকানগুলিতে নারী-পুরুষের ভিড়। তাদের হাস্যোজ্জ্বল মুখ। হয়ত কলরবে ভরে আছে দোকানের পরিবেশ। বেইলী ডাম্প-এর বারান্দায় ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে শিশু-কিশোরীরা। একটি ঘর থেকে হালকা সুরের গান ভেসে আসছে। অফিসার্স ক্লাবে বিয়ের আয়োজন। সেখানকার সবুজ গাছপালার ওপরে হালকা হালকা কুয়াশার আবরণ। ডান পাশে মাঠে ফুটবল

www.nagorikpathagar.org

খেলছে শিশু–কিশোররা। একটি মোটর সাইকেলের পিছনে এক মহিলা। তাঁর কাঁধে মাথা রেখে উজ্জ্বল চোখে এই দেশের রূপ দেখছে তিন বছরের একটি শিশু।

কামালের একটু দাঁড়াতে ইচ্ছা করল।

একটি বোকা বোকা মেয়ে রোড ডিভাইডারের ওপর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দৌড় দিয়ে পার হয়ে গেল। ওপাশে পার হয়ে–যাওয়া আর একজন দাঁড়িয়ে ছিল। দুই জনেই হেসে কুটিকুটি।

মগবাজার মোড়ের একটু আগে গিয়ে রিকশা থামাল। দুটো পেপসি নিল দোকান থেকে। রিকশাঅলা নেবে না কিছুতেই। ও তবু দিল বোতলটা হাতে গুঁজে। ওর মনে হল, অনেক দিন পর ও প্রথম এই ঋদ্ধ জনপদের দিকে প্রাণভরে তাকিয়ে দেখছে। এখানকার মানুষের চোখে–মুখে কেমন একটা আত্মীয়ের প্রশ্রয়, হাসির ভেতরে কেমন নির্মল আনন্দের আভাস, দৃষ্টির ভেতরে সারল্য।

রিকশা এগিয়ে যাচ্ছে তেজগাঁও ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার দিকে। রেলক্রসিং পার হয়ে অপার এক নৈসর্গিক সৌন্দর্য উন্মোচিত হল কামালের চোখের সামনে। পশ্চিম আকাশে গোধূলির আশ্চর্য খেলা। কমলা রঙের আলো গোটা চরাচর পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। ও সেই সূর্যালোকের দিকে অপলক মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ডানদিকে রামপুরা পর্যন্ত ঝিল। গোটা ঝিলের ওপর সবুজ পুরুষ্টু পাতার কচুরিপানা। তার ওপর হালকা কুয়াশার আবরণ ধূলিকণায় মিশামিশি হয়ে নদ–নদী বিধৌত বাংলাদেশের আবহমান শান্ত রূপের প্রতিচ্ছবি তৈরি করেছে। ঝিলের উত্তর পাশ জুড়ে গ্রাম। সে গ্রামের ওপরও কুয়াশার আবরণ। তবে সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে গ্রামের পরিধি। মাঝে মাঝে দু'একটি তিনতলা চারতলা বাড়ী। তারও ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একটি ক্রেন। কামাল রিকশা থামিয়ে নেমে পড়ল।

টাকাটা হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, 'দেখেন, দেখেন ভাই, কি আশ্চর্য সুন্দর আমাদের এই দেশ। যে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে এই আশ্চর্য দেশ রাখব আমরা। কি বলেন?'

রিকশাঅলা সিট থেকে নেমে ওর দিকে তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে।

সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করল কামাল। তখন মাগরেবের আজান ভেসে এল পাশের মসজিদ থেকে।

www.nagorikpathagar.org

পাঁচ

দু'টোর দিকে অফিস বন্ধ করে বাইরে বেরোতে যাবে, তখনই নাজনিনের ফোন পেল কামরুল।

নাজনিন বেশ আবদেরে গলায় বলল,'তুমি বোধ হয় আমাকে ভুলেই গেছ।'

'তোমাকে ভুলতে পারি'।

'পার না আবার।'

'তোমার তাই মনে হয়েছে?'

'হ্যাঁ মনে হয়েছে, এক শ' বার মনে হয়েছে।'

'কেন, বল তো?'

'একটা ফোনও তো করো না আজকাল।'

কথাটা সত্য বটে। কামাল এসে সমস্ত ব্যাপারটার ভেতরে এমন একটা ওলট-পালট করে দিয়ে গেছে যে, ও-ও সংক্রমিত হয়ে গেছে। কথাটা বোধ হয় ঠিক যে, স্বাধীনতা অর্জন করা যত কঠিন, রক্ষা করা তারচেয়ে আরও বেশী কঠিন। স্বাধীনতার এই সতের বছরে ইন্ডিয়ান ইনফিলট্রেশন যে কোথায় হয়নি, বলা মুশকিল। ওরা গুছিয়ে এনেছে, এখন চূড়ান্ত আঘাতের অপেক্ষা। সেদিন ব্যাংকে জার্মান একটা মেশিনের ইন্ডেন্ট দিয়ে গেছে। ব্যাংকের ম্যানেজার পর্যন্ত বলল, 'অনর্থক এত বেশী টাকা খরচ করবেন কেন, ইন্ডিয়া থেকে আনলেও তো পারেন। জিনিস তো একই।'

'আপনার কি ওরকম মেশিন আছে? কামাল কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।'

www.nagorikpathagar.org

'না নেই।'

'তা হলে কেমন করে বলছেন?'

লোকটা একটু বিব্রত হয়েই বলল, 'না যারা এনেছে, তারাই বলেন।'

কামাল জোরের সঙ্গে বলল, 'যারা এনেছে, তাদের অভিজ্ঞতা বড় করুণ। এখন ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলে বাঁচে।'

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'কি জানি, হতেও পারে।'

'আপনি তো বোধহয় জানেন না ব্যাপারটা।'

'কি?'

'আমার এক বন্ধু একটা ইন্ডিয়ান মোপেড কিনেছিলো কর্ণফুলী লিমিটেড থেকে।'

'জ্বি।'

'সাহেব, সেই মোপেড শেষে পাঁচ শ' টাকায় বিক্রি করে দিয়েছে। কিনেছিল সাড়ে পাঁচ হাজার দিয়ে।'

'কেন?'

'যখন পার্টস কেনার প্রশ্ন এল, তখন বুঝল হিন্দুস্থানী বাণিজ্য। জাপানী মোটর সাইকেলের যে পার্টস আট আনা,. মোপেডের সে পার্টসের দাম দুই টাকা। জাপানী বাইকের একটা টায়ার টিউবের দাম যেখানে দুই শ' আশি টাকা, তখন মোপেডের শুধু টায়ারই কিনতে হয়েছে পাঁচ শ' টাকা দিয়ে। বড় তিক্ত অভিজ্ঞতা ভাই। পাঁচ হাজার টাকা না হয় গচ্ছা দেয়া যায়, আট লাখ টাকা পানিতে ফেলে দেয়ার সঙ্গতি নেই।'

লোকটা এ কথার আর কোন জবাব দিল না।

চকোলেট কিনতে গেলে ইন্ডিয়ান, ব্লেড কিনতে গেলে ইন্ডিয়ান, ক্রিম-পাউডার ইন্ডিয়ান, বাই-সাইকেলের স্পাইক ইন্ডিয়ান, বেল-ব্রেক ইন্ডিয়ান, শাড়ি-কাপড় ইন্ডিয়ান, চাই কি ডাল-ঘুটনি পর্যন্ত ইন্ডিয়ান।

নাজনিন তাড়া দিল, 'কি, কথা বলছ না যে।'

'তোমাকে ভুলে যাইনি নাজনিন। সময় পাচ্ছি না।'

'সময় পাচ্ছ না,' অভিমানের সুরে নাজনিন বলল, 'থাক রাখি।'

'না না রাখবে কেন? প্লিজ।'

'তা হলে এক্ষুণি আমাদের বাসায় চলে আস।'

'এক্ষুণি?'

'হ্যাঁ।রাখলাম।'

www.nagorikpathagar.org

কামরুল ধীরে ধীরে টেবিল গোছাল। তারপর চুপ করে বসে থাকল কিছুক্ষণ। কিছুই ভাবতে ইচ্ছা করে না। তবে কি নাজনিনকে আর ভালবাসে না কামরুল। ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি। কিন্তু এই এক আশ্চর্য সম্পর্ক নাজনিনের সঙ্গে কামরুলের। কোন কমিটমেন্ট নেই? নেই? নাজনিন এখন পর্যন্ত বিয়ের কথা বলেনি ওকে। বলেছে, যদি কোনদিন আমাকে তোমার বিয়ে করতে ইচ্ছে করে, বোলো। হ্যাঁ, আমি তোমাকে চাই। কিন্তু তুমি যদি না চাও, তা হলে জবরদস্তি নেই। সারাজীবন জানবে, আমি তোমাকে ভালবেসেই যাচ্ছি।

চমৎকার গুছিয়ে কথা বলতে পারে ও।

দরজা খুলে দিল নাজনিন নিজেই। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল কামরুল দরজার মুখেই। সাজ-পোশাকে যে মানুষের সুপ্ত সৌন্দর্য উন্মোচিত করে দেয়, তা বুঝতে পারো চমৎকার একটা সিল্কের শাড়ী পরেছে নাজনিন। তার ওপর বিশেষ কাটের ম্যাচিং ব্লাউস, গালের ওপর হালকা রুজ। হাতে প্লাস্টিকের মানানসই চুড়ি, খোঁপায় হাতির দাঁতের ক্লিপ, পায়ে ম্যাচিং হিল।

ওর দু'কাঁধে হাত রেখে ঘরের ভেতরে টেনে নিয়ে গেল নাজনিন। বলল, 'সত্যি বল তো, কেমন লাগছে আমাকে?'

কামরুল আরও গাঢ় চোখে তাকাল ওর দিকে। খোঁপায় ক্লিপটা দেখে মনে হল ওটা ইণ্ডিয়ান। পুনরায় নাজনিনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত অনুসন্ধানী চোখে দেখল কামরুল। বলল, 'বেশ।'

নাজনিন খুশী হল না। বলল, 'শুধু বেশ?'

'না, না; আমি আজ তোমাকে সালোয়ার কামিজে দেখতে চেয়েছিলাম তো, তাই। সেভাবেই ভেবে এসেছি। ভেবেছিলাম তোমাকে নিয়ে লং ড্রাইভে যাব কোথায়ও। কিন্তু শাড় পরা বৌ বৌ ভাবটায় আমি অস্বস্তি বোধ করি। ঠিক আছে চলো'

লাফ দিয়ে উঠল নাজনিন। 'ও কে, আমি চেঞ্জ করে আসি।'

কামরুল কিছু বলল না।

কয়েক মিনিটের মধ্যে হালকা গোলাপী সালোয়ার-কামিজ। পেছনে চুল চূড়ো করে বাঁধা। গলায় ইমিটেশন মুক্তা, কানে গোলাপী টপ, কাঁধে ব্যাগ। এসে দাঁড়াল কামরুলের সামনে। পাখীর উড়ালের মত ডানা বাড়িয়ে বলল, 'নাউ?'

'ইটস বিউটিফুল, একসিলেন্ট।'

নাজনিন দু'হাতে কামরুলের গলা জড়িয়ে ধরল।

www.nagorikpathagar.org

গাড়ী ছুটছে এয়ারপোর্ট রোড ধরে। স্পীডোমিটারে সত্তুরের কাঁটা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখে নাজনিন কামরুলের কাঁধে টোকা দিল,'এই ষাটে নামাও।'

কামরুল নাজনিনের কপালের ওপর টুক করে চুমু খেল একটা।

'ইউ নো, আই অ্যম এ গুড ড্রাইভার।'

'ইয়েস। বাট।'

কামরুল স্পীড ষাটে নামিয়ে আনল।

তুরাগ নদীতে সামান্য পানি। স্রোতও কম। এখানে ফারাক্কার প্রতিক্রিয়া পড়েছে কি না, কামরুলের ঠিক জানা নেই। তবে রাজশাহীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ফসলের মাঠ ফারাক্কার প্রভাবে ধূ ধূ বালুচরে পরিণত হয়েছে। বদলে যাচ্ছে সেখানকার জীবনধারা। কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে? দেশের প্রায় সবগুলি নদীর উজানে বাঁধ দিয়েছে ভারত। বাংলাদেশের ভেতরে সকল নদীর ধারাই শীর্ণ হয়ে আসছে। গ্রোয়েন বানিয়ে ভারত ভেঙে দিচ্ছে বাংলাদেশের ভূভাগ। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। এই জবরদস্তির অবস্থা চলতে পারে না।

জয়দেবপুর চৌরাস্তা থেকে বাঁয়ে টার্ন নিল কামরুল। রাস্তার দু'পাশে সবুজ গাছপালার সারি। তার নিচে খাদ। খাদের পানি দিয়ে জমিতে সেচের ব্যবস্থা। ওপারে গ্রাম। এই গ্রামগুলি তুলনামূলকভাবে উঁচু। গাছের ডালে পাখীর কাকলি। ওরা দু'জন ড্রাইলাঞ্চ আর দু'কেন কোক নিয়ে রাস্তা পেছনে রেখে গাড়ীতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

খাদের ওপাশের গ্রামের সলজ্জ বধুরা ঘোমটা টেনে নিচে আসছে পানি নিতে। ওদের দেখে ঘোমটা আরও একটু লম্বা করে টেনে দিল। আড় চোখে দেখল বার বার। কয়েকটি বালক বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে রইল। আরও দূরে খাদের পানিতে কাপড় ধুইছে কেউ। বাড়ীর সোলার বেড়ার ওপর শুকাতে দেয়া শাড়ী, রান্নাঘর থেকে উঠছে ধোঁয়া, একটি জাংলার ওপর শিমগাছ নুইয়ে আছে। তার পরে নরম সবুজ কোমল পাতা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণচূড়ার সারি!

নাজনিন বলল,'ইট'স রিয়ালি বিউটিফুল।'

'ইজ ইট?'

'ইয়েস।'

'শোন, এই অপার রূপ নিয়েই আমাদের বাংলাদেশ। তুমি কখনও গ্রামের মেলায় গেছ?'

'না'।

www.nagorikpathagar.org

'সুযোগ পেলে নিয়ে যাব তোমাকে একদিন।'

বৈশাখী মেলা তো চমৎকার। আমার কানে এখনও মেলার বাঁশী বেজে ওঠে, চড়ক ঘুরানির ভেতরে দোল খাওয়া, মাটির পুতুল, বিন্নির খই, মুঠোর ভিতরে ঘেমে ওঠা একটি আধুলি, রাতে সার্কাস পার্টি আর যাত্রা গানের সুর বেজে ওঠে।

নাজনিন কামরুলের হাত ধরল আস্তে করে।

ওরা আরও একটু নেমে গিয়ে বসল রাস্তার ঢালে। পড়ন্ত বিকেলের রোদ পড়েছে খাদের পানিতে। তার ভাঙা ভাঙা প্রতিফলন এসে চমকে চমকে দিয়ে যাচ্ছে নাজনিনের মুখ। কামরুল নাজনিনের সেই আলোক–উদ্ভাসিত মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল।

নাজনিন কামরুলের গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলল,' হেই, হোয়াট আর ইউ ডুয়িং?'

'তোমাকে দেখছি।'

'কেন? এ রকম তো কখনও করোনি. আই ফিল আনইজি।'

কামরুল একটু থেমে বলল, 'শাড়ীতেও তোমাকে ভাল দেখায়।'

'তো ঐ শাড়ী বদলাতে বললে কেন? রহমান আংকেল গোটা সেট এনে দিয়েছে ইন্ডিয়া থেকে।'

কামরুল সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল। পানির ওপর ঘুর্ণিপোকা দৌড়াদোড়ি করে। পায়ের কাছে ঘাসের মধ্যে দু–একটা সাদা ও বেগুনি ঘাসফুল। ঘাসের মাঝে কোথায়ও কোথায়ও কেঁচোয় খোঁড়া হেমিওপ্যাথ বড়ির মত মাটির দানা পড়ে আছে।

কামরুল আস্তে করে বলল, 'তোমাদের যশোরের টেক্সটাইল মিলের অবস্থা জান?'

'না, ওসব খবর রাখি না।'

'ভাল না। ইন্ডিয়ান কাপড় চোরাপথে এসে এমন অবস্থা তৈরি করেছে যে, ওখানকার মিলগুলির গুদামে লক্ষ লক্ষ টাকার কাপড় পড়ে আছে, বিক্রি হচ্ছে না। রাজশাহী সিল্কের শাড়ী কি খারাপ?'

'না। বেশ ভাল।'

কামরুল প্রসঙ্গ পাল্টে হুট করে বলল, 'আমাকে সত্যি ভালবাস তুমি?'

'তোমার বিশ্বাস হয় না?'

'হয়।'

www.nagorikpathagar.org

'তা হলে জিজ্ঞেস করছ কেন। চল, আমি এক্ষুনি বিয়ে করব তোমাকে।'

কামরুল নাজনিনের একটি হাত তুলে নিয়ে বলল, 'যে-কোন সময় কিন্তু তোমাকে বলতে পারি।'

পড়ন্ত বিকালের স্নিগ্ধ আলো এসে পড়ল ওদের মুখের ওপর। ততক্ষণে পেছনের গাছগুলিতে পাখীর কলরব শুরু হয়েছে। রাস্তার ওপরে সাঁঝের থিতানো ঘন ছায়া। একটা রঙীন প্রজাপতি এসে বসল কাছের একটা ভেরেন্ডা গাছের ডালে। ঘাসের গিঁঠ বানিয়ে তার ভেতর ভেরেন্ডার ডগার কস টেনে ফুঁ দিয়ে কয়েকটা ঝরঝরে বেলুন উড়িয়ে দিল কামরুল। তার সে সযত্ন প্রয়াস দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল নাজনিন।

গাড়ীতে উঠে নাজনিন বলল,'তুমি যা বলতে চেয়েছ বোধহয় বুঝতে পেরেছি। মনে রাখব। হোয়াই নট?'

www.nagorikpathagar.org

ছয়

ক'দিন ধরে খুব নস্টালজিক বোধ করছে কামাল। একবার গ্রাম দেখে আসবে। গোটা শৈশব, কৈশোর, প্রারম্ভ তারুণ্য পর্যন্ত কামাল গ্রামে কাটিয়েছে। গ্রামের পথ-ঘাট, খাল-বিল, নদী-নালা সব কিছু তার চেনা। শস্য ক্ষেতের ওপর, সবুজ ঘাসের ওপর পাখীর পদচারণা, খালে বড়শি ফেলে ট্যাংরা-পুটি, গোলসা মাছ ধরেছে কতদিন। নতুন পানিতে কৈ-মাগুর। ভোরবেলা কুড়িয়েছে বকুল ফুল, বাগানে ফুটেছে স্নিগ্ধ গন্ধরাজ, এক-আধটা গোলাপ আর অসংখ্য বেলী। মাথা তুলে হাস্য কৌতুক করে গাঁদা ফুল, কেউ বড় একটা পাত্তা দেয় না। পথের ওপর ধুলি উড়িয়ে চলে যায় গরুর পাল। সন্ধ্যায় শত সহস্র পাখী। কূজন করে ঘরে ফেরে। পাখীর বাসায় সাদা-নীল রেখাটানা ডিম। ডিম ফুটে একদিন হলুদ কিংবা লাল ঠোঁটের বাচ্চা ফোটে। পাখীরা কোত্থেকে যেন শস্যকণা তুলে আনে শাবকের জন্য। তারপর শিশু পাখী হা করে। মা কিংবা বাবা পাখী মুখ থেকে শস্যকণা তুলে দেয় সন্তানের মুখে।

কোন কোন পড়ন্ত বিকেলে, গাঢ় সন্ধ্যায় কিংবা ভর দুপুরে কামাল চোখ মেলে এইসব দৃশ্য দেখেছে।

শিখাকে বলল,ব 'শিখা গ্রামে যাবে। অনেকদিন যাই না।'

সময় আর শিখা একসঙ্গে হৈ হৈ করে উঠল। যাবে।

তিন দিনের ছুটি নিয়ে মঙ্গলবার রওনা হল। ঝিটকা। প্রিয়তম জন্মভূমির এক প্রতীকী এলাকা।

দুপুরের দিকেই পৌছে গেল। গোসল টোসল সেরে একটা ঘুম দিল।

চারটার দিকে সময়ের হাত ধরে বেরোল কামাল। বিশাল সমতল ভূমি জুড়ে শস্যের মাঠ। মাঠের ওপর দিয়ে নতুন রাস্তা হয়েছে। সে রাস্তা ধরে পড়ন্ত বিকালে

www.nagorikpathagar.org

ফিরছে বহু মানুষ। ওরা দু'জন একা। সময় কত কিছু জিজ্ঞেস করে। বলে, 'বাবা, দেখ কেমন হলুদ লেজওয়ালা পাখী। আমি ওই পাখী ধরব। বাবা, এই গাছটার নাম কি , বলে ছুটে যায় কেন্দ্রা গাছের কাছে। গাছের কান্ড থেকে পত্র পর্যন্ত কাঁটায় ছাওয়া। ওই, যাসনে, যাসনে। কে শোনে কার কথা। গাছের ডালে একটা পাখীর বাসা। কয়েকটি খরকুটো বেরিয়ে আছে। কামাল সময়ের হাত ধরল। বাবা চল, অনেক দূর হেঁটে আসব।

ওরা সড়ক ছেড়ে আলপথে নেমে পড়ল। এখান থেকে দূরে বাঁওড় দেখা যায়। বাঁওড়ে কামালের শৈশবে বাইচ হত। হাটে হাটে ঢোল দেয়া হত ওমুক বাঁওড়ে মাছ ধরা হবে। সকল মানুষ পলো বা শুধু খালুই নিয়ে যেত মাছ ধরতে। কামালও গেছে। এখন বোধহয় সে অবস্থা আর নেই।

কামাল একটা ক্ষেতের আলের ওপর বসল। সময় বসল পাশে। মাঠে সবুজ শস্যের সমাহার। দুরে একটি টং। টং-এ কোন লোক আছে কি না বোঝা গেল না। কামাল শস্যের পাতার গায়ে আস্তে করে হাত বুলিয়ে দিল। সবুজ পাতার পাশে করাতের মত ধার। সময় বাবার দেখাদেখি ধানের সবুজ পাতার ওপর হাত বুলাতে গেলে ছড়ে গেল ওর একটি আঙুল। কামাল আঙুল ধরে চুসে দিল। সময় উঃ করে উঠেছিল। ভুলে গেল কয়েক মিনিট পরই। কামাল ধান গাছের নিচ থেকে তুলে আনল মৃত্তিকার একটি ঢেলা। সন্তানকে কোলের ওপর বসিয়ে অকারণেই বলল, 'বাবা, এই মাটি, এই মৃত্তিকা, এই সবুজ শস্য নিয়ে তোমার নিজের দেশ। শুঁকে দেখ, কেমন আশ্চর্য ঘ্রাণ এই মাটির।

সময় শুঁকে দেখল। বলল,' কেমন ঘ্রাণ বাবা।'

'এটা মাটির ঘ্রাণ, নিজের দেশের ঘ্রাণ।'

'হ্যাঁ বাবা, অন্য রকম।' বলে সময় ছুটল একটা ভুরুঙ্গীর পেছনে লেজ ধরে ফেলতে।

'হ্যাঁ। বড় হয়ে তোমাকে এই মাটির ওপর তোমার অধিকার রক্ষা করতে হবে।

'হ্যাঁ বাবা, আমি রক্ষা করব।' বলে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের বাহু ভাঁজ করে বাবাকে দেখাে বলল, 'দেখেছ, আমার কত শক্তি। আমার অনেক শক্তি আছে বাবা।'

কামাল সময়কে কাঁধে তুলে নিল।

তখন সন্ধ্যা নামছে। সড়ক ধরে গরুর পাল নিয়ে লাঙল কাঁধে ফিরছে মানুষ। মাথার ওপর দিয়ে অসংখ্য পাখী ফিরছে কলরব করতে করতে। কামাল সময়কে দেখাল, 'দেখেছ, কত পাখী। এত পাখী সব বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে গাছের ডালে বাসা বেঁধে থাকে।'

সময় বলল, 'দেখলাম বাবা। আমি একটা পাখী ধরব।'

www.nagorikpathagar.org

ও সময়ের মাথায় চুলে আঙুল চালিয়ে দিল। বলল, 'আমরা যেমন আমাদের বাসায় থাকি, পাখীরাও তেমনি থাকে ওদের বাসায়। ধরবে কেন?

আর কোন প্রশ্ন করল না সময়। আকাশের দিকে তাকিয়ে পাখী গুণনত থাকলঃ এক, দুই, তিন, চার– এভাবে অসংখ্য।

বাড়ীতে ফিরে দেখল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে শিখা। সময় তার মায়ের কাছে ঘাসের গল্প, একটা প্রজাপতি ধরতে গিয়েও ধরতে পারেনি, তার গল্প বলছে।

আকাশে প্রকান্ড চাঁদ উঠেছে। শুক্লপক্ষের শেষ প্রান্ত। কোথাও ডাকছে ঘুঘরা পোকা। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা আহবানে কেমন আমোদিত হয়ে গেছে প্রান্তর। জ্যোৎস্নালোকিত উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে শ্বাস টানে কামাল। ওপাশে কলা গাছের ঝোঁপ। বাড়ীর পেছনে বাঁশঝাড়। হালকা ঝিরঝিরে হাওয়ায় দুলছে পত্রালি। বাঁশঝাড় থেকে রিমঝিম শব্দ আসছে। চাঁদের আলো চুইয়ে পড়ছে গাছপালা ভেদ করে। একটি কলার লম্বা ভেঙে নুইয়ে পড়া পাতা বাতাসে দুলছে। মনে হচ্ছে, কেউ লুকোচুরি খেলছে কলাগাছের আড়ালে।

কামাল শিখাকে ডাকল, 'শিখা, চল, এই জ্যোৎস্নার ভেতরে ঘুরে আসি আমার আশৈশবেরগ্রাম।'

শিখাও খুশী। আজ তারও ভাল লাগছে খুব। আজ তার মনও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বলল, 'যাব। দাঁড়াও একটু, আসছি।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে শিখা বেরিয়ে এল সামান্য মেকআপ নিয়ে। বলল, 'চল'।

'সময়কে নাও সঙ্গে।'

'হ্যাঁ। সময় এখানে আছে? ও চলে গেছে লুকোচুরি খেলতে।'

সাপ–টাপে কামড়াবে না তো?'

'ধুর, কি যে বলো না। গ্রামে এত সহজে সাপে কাটে ? তা হলে আমরা বড় হয়ে শহর পর্যন্ত গেলাম কি করে?'

গ্রাম জুড়ে ছুটোছুটি, এত বড় স্বাধীনতা সময় তার গোটা জীবনে কখনও পায়নি। তার হুল্লোড় চীৎকার শোনা যাচ্ছে দূর থেকে।

কামাল বেরিয়ে পড়ল শিখার হাত ধরে। মায়ের মত নিবিড় কোমল চোখের এই গ্রাম। বাড়ী থেকে বেরিয়েই একটি পুকুর। পুকুরের স্থির পানির ওপর চাঁদের আলো। মাঝে–মধ্যে দু'একটা মাছের ঘাই। পুকুরের মাঝখান থেকে বৃত্তাকার ঢেউ ছড়িয়ে যাচ্ছে কিনারা পর্যন্ত।

www.nagorikpathagar.org

কামাল বলল, 'দেখো শিখা, এই পুকুরে জীবনের ষোলটি বছর ধরে গোসল করেছি, বর্ষায় মাছ ধরেছি। আর ওই যে উঁচু আম গাছ দেখছ, ওখান থেকে লাফিয়ে পড়েছি পুকুরের পানিতে। ডুব দিয়ে মাটি তুলেছি পুকুরের নিচ থেকে। একবার তো কানের পর্দা ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছিল। তখন জানতাম না পানির চাপে কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে। আর পুকুরের ওপাশে যে মসজিদ দেখছ, ওখানে থাকতেন কামরাঙা দাদা। অর্থাৎ দাদী। বাড়ীতে গেলেই কামরাঙা খাওয়াতেন। আর বলতেন জ্বীন-ভূতের গল্প। আমার দাদা না কি জ্বীন পুষতেন। সে জ্বীন কী করে পুকুরের এপারে এক-পা আর ওপারে এক-পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল একদিন, তার মাথা ছুঁয়েছিল আকাশ। দাদী দেখেছিলেন। সেই গল্প শোনার পর দুপুর বেলায়ও আমি আর একা বাড়ী ফিরতে পারছিলাম না। তখন কামরাঙা দাদা দাঁড়িয়েছিলেন তার বাড়ীর বাইরে। আমি এক দৌড়ে চলে এসেছিলাম। বাপরে বাপ।'

শিখা হেসে ফেলল।

কামাল বলল, 'বসবে না কি একটু এই পুকুরের পাড়ে?'

'না, চল ঘুরে দেখি।'

ওরা সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

পায়ে হাঁটা পথের ডানপাশে বাঁশঝাড়। বাঁশের পাতার ফাঁক দিয়ে জোৎস্নার মায়াবী আলো। দু'একটা পাখী ডাকছে আপন মনে। ওপাশে গৃহস্থ বাড়ী থেকে কথাবার্তা ভেসে আসছে।

কামাল বলল, 'বাঁশঝাড়ের নিচে যে ডোবা দেখছ। এই ডোবার নিচে শেয়ালের গর্ত ছিল। আমরা একবার গর্ত খুঁড়ে একটা শেয়ালের বাচ্চা ধরেছিলাম। বাচ্চাটা বাঁচেনি, মারা গেছে। ঠিক তখনই একটা শেয়াল ডেকে উঠল পাশের গ্রামে। সঙ্গে সঙ্গে ডেকে উঠল একটা কুকুর। তারপর অবিরাম শেয়ালের হুক্কা হুয়া।

আনন্দে দুই হাতে কামালকে জড়িয়ে ধরে শিখা।

এরপর খানিকটা ফাঁকা মাঠ। একজন লোক জিজ্ঞেস করল, 'ক্যারা যায়?'

'কে? নোয়াব আলী ভাই? আমি কামাল।'

'কবেআইলা?'

'আজকেই।'

কামাল পরিচয় করিয়ে দিল শিখার সঙ্গে।

'আছ কয়দিন?' নোয়াব আলী জিজ্ঞেস করে।

'তিন চার দিন।'

'আচ্ছা কথা হবে।'

'রাস্তা পেরোনোর পর বড় সড়ক। কোথায়ও ইটের সোলিং, কোথায়ও পাকা, কোথায়ও কেবলই ধুলো-ওড়া মাটি।

www.nagorikpathagar.org

ওরা বড় সড়কের ওপর উঠল।

কিছু দূর গিয়ে গার্লস স্কুল। কামালের খুব বলতে ইচ্ছে করল। এই গার্লস স্কুলেরই এইটে পড়া একটা মেয়ের সঙ্গে ও প্রথম প্রেমে পড়েছিল। সকালে তাকে দেখার জন্য ও সড়ক বরাবর হেঁটেছে বহুদিন। শুধু তাকে চোখে দেখার জন্য। কী ভাল যে লাগত। শিখাকে বলতে ইচ্ছা করল। বলল না।

বলল, 'এই পথে প্রতিদিন হেঁটে হেঁটে স্কুলে গেছি। স্কুলে যাবার এক জোড়া নতুন জুতার জন্য কেঁদেছি। তারপর একদিন বড় হয়ে গেছি। এই সড়কের প্রতিটি ধূলিকণা আমার চেনা। এই সড়কের ওপর দিয়ে এইটে বৃত্তি দিতে গিয়েছিলাম ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে। এই তল্লাটের প্রতিটি শস্যের ক্ষেত আমার চেনা। কোন ক্ষেতের আখ ভাল আমি জানি। ওই যে দূরে দেখছ ধান ক্ষেতের পাশাপাশি একটু নিচু জমি। ওখানে ভাল ছোলা ফলত। আমরা ছোলা চুরি করে এই সড়কের পাশে এনে পুড়িয়ে খেয়েছি। এই গ্রামের গাছ থেকে দু'একটা কাঁঠাল চুরি করে পাট ক্ষেতে লুকিয়ে রেখেছি। পাকলে দল বেঁধে খেয়েছি। এখান থেকে মাইল খানের দূরে একটা বাঁওড় আছে। সেখানে বড়শি দিয়ে মাছ ধরেছি। পুকুরের তীরে জমাট বাঁধা শামুকের ঢিবি দেয়া ডিম, কখনও দু'একটা কচ্ছপের ডিম পড়ে থাকত। ভুলতে পারি না। একটা হিজল গাছ ছিল সড়কের পাড়ে। বর্ষার ফুল বিছিয়ে থাকত গাছের নিচে। ছোট ছোট কোঁনী ফুল। কি যে আশ্চর্য সুন্দর সেগুলি।

শিখা হঠাৎ বলল, 'চুরি করেছ কেন?'

'ফান হিসাবে। তাতে কেউ কোনদিন দোষ দেয়নি। তবে এখন বোধ হয় দেয়। গ্রামেগ্রামে অভাব বেড়েছে তো।'

শিখা এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল। বলল না কিছু।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে নদীর তীর পর্যন্ত চলে এল। নদীর তীরে খেয়াঘাটের পাশে কয়েকটি দোকান। হারিকেন জ্বালিয়ে কলা, ডাব, বিস্কুট, লজেন্স সাজিয়ে বসে আছে দোকানীরা। টিনের কৌটায় মোয়া। সামনে পানের ডালা সাজানো।

খেয়াঘাট বাঁয়ে রেখে ওরা নদীর পাড় ধরে আরও একটু ডাইনে এগিয়ে গেল। নদীর মাঝখানে বিশাল চর পড়েছে। চরে শস্য ফলেছে ভাল। নদীর পানিতে তখনও জাল ফেলছে কয়েকজন জেলে। মাছগুলির ওপর চাঁদের আলো পড়ে ঝিকমিক করছে।

সুন্দর প্রশান্তির হাওয়া। ওরা বসল, দু'জন পাশাপাশি। নদীর পাড়ে পুঁতে রাখা শুকনো একটা ডালে বসে ছিল একটা ফিঙে। সাঁ করে উড়ে গেল। নদীর তীরে অনেকগুলি নৌকা বাঁধা। কয়েকটা নৌকা যাচ্ছে পাল তুলে।

কামাল বলল, অনেকদিন এই নদীতে দল বেঁধে গোসল করতে এসেছি আমরা। সাঁতার দিয়ে ওই চরে চলে গেছি। নদী এখন ভরাট হয়ে গেছে। এখানে

www.nagorikpathagar.org

লঞ্চ চলত। ছেলেবেলায় ভোর রাতে যখন লঞ্চের ভেঁপু শুনতাম, বড় ইচ্ছা করত ছুটে আসি লঞ্চ দেখতে।

শিখা এক দৃষ্টে সামনে তাকিয়ে থাকল। নদীর স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে পানির ফেনা। আরও ডানপাশে ঝুপ করে একটু পাড় ভেঙে পড়ল নদীর। শিখা চমকে সেদিকে তাকাল।

কামাল বলল, 'এই, মন খারাপ হয়ে গেল তোমার?'

'না। অবাক হচ্ছি, এত সুন্দর এই দেশ!'

www.nagorikpathagar.org

সাত

পরদিন দুপুরের দিকে ও স্কুলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। একটানা ছয় বছর পড়েছে কামাল গ্রামের এই স্কুলে। স্কুলের সামনে আর একটা খাল। এই খালে আগে বাঁশের সাঁকো ছিল। খালের মাঝখানে মাঝখানে আর গভীর সব পুকুর। বর্ষায় এই পুকুরের ওপর কুম পড়ত। তৈরি হত বড় বড় পানির ঘূর্ণি। সেই ঘূর্ণির দিকে ভয়ের দৃষ্টি নিয়ে কতদিন তাকিয়ে থেকেছে কামাল। এখন পাকা সেতু তৈরি হয়েছে। সেতুর নিচে সামান্য পানি। ওপরে শ্যালো টিউবওয়েল লাগিয়ে ইরির চাষ হচ্ছে। ছোট ছোট খণ্ডে জমি। তার ওপর সোনার ধান। শ্যালো মেশিনের পাশে দাঁড়িয়ে পাম্প চেক করছে একজন কৃষক। বাতাসে ধানের শীষ মৃদু আন্দোলিত হচ্ছে। একজন সফল চাষীর মত বুকটা ভরে উঠল কামালের।

পুল পেরিয়ে ও গেল স্কুলের মাঠে। লম্বা মাঠ। মাঝখান দিয়ে পায়ে হাঁটা পথ। মাঠ জুড়ে এদিক ওদিক চোরকাটার ছড়াছড়ি। দু'পাশে দুটি গোলপোস্ট। এখানে এই মাঠে কত সন্ধ্যা ফুটবল খেলেছে ওরা দল বেঁধে। পায়ে ব্যথা পেয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে গিয়ে বসে থেকেছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফিরে গেছে বাড়ীতে। বাড়ীতে ফিরে গিয়ে একটা চড়-থাপড় খেয়েছে। এখনও প্রায় তেমনি আছে মাঠ। স্কুলের পুব পাশের বাড়িতে বিরাট বিরাট খড়ের গাদা। আরও কয়েকটি ঘর উঠেছে। কাজ করছে কয়েকজন গৃহবধূ।

ও আস্তে আস্তে মাঠ পেরিয়ে গিয়ে উঠল স্কুল ভবনে, টিচার্স রুমে কয়েকজন শিক্ষক বসে কথা বলছেন। কামাল এগিয়ে গিয়ে সালাম করল। পুরনো শিক্ষকরা বোধহয় চিনলেন। ও বলল, 'আমি কামাল, স্যার।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আরে তোমাকে চিনব না? এসো, কেমন আছ।' সহকারী হেডমাস্টার মামুন সাহেব ওকে ডেকে কাছে বসালেন। কয়েকজন নতুন শিক্ষক

www.nagorikpathagar.org

ছিলেন। ওদের সঙ্গে কামালের আলাপ করিয়ে দিলেন। আমাদের স্কুলের ব্রিলিয়ান্ট ছেলে। আটষট্টিতে চারটা লেটার নিয়ে পাস করেছিল।

কামাল সলজ্জ হাসল।

'একাই এসেছ, না বউ–বাচ্চা সহ?'

'ওরাও এসেছে স্যার সঙ্গে।'

'হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে ওদের নিয়ে এস গ্রামে। তা না হলে মাটির প্রতি মায়া হবে কেমন করে?'

'জি, স্যার।'

'আমার ছেলে গ্রামে এসেই স্বাধীন হয়ে গেছে। '

'এটুকু ফ্রিডম দরকার। শহরে তো সবাই বাচ্চাদের পাখীর ছানার মত আগলে রাখে। '

'উপায়ও তো নেই স্যার। শহরে কার খবর কে রাখে। গ্রামে এসে আমারও মনে হয় একেবারে স্বজনদের মধ্যে এসে গেছি।'

তখনই টিফিনের ঘন্টা পড়ল।

মাসুদ সাহেব এ–আলাপ, সে–আলাপ, এসএসসি পরীক্ষায় নকল, এইসব নিয়ে কথা বললেন।। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু দেশের কী খবর কামাল? এরশাদ সাহেব তো ভাল খেলছেন। সমস্ত অপজিশনকে একেবারে নাই করে দিচ্ছেন।'

'তা বলতে পারেন স্যার।'

আর একজন তরুণ শিক্ষক ফস করে বললেন, 'না স্যার,একেবারে নাই করে দেবে কোত্থেকে? একটা ফেয়ার ইলেকশন হলে দেখবেন এরশাদ সাহেবের পার্টির কোন পাত্তাই থাকবে না।'

মাসুদ সাহেব বললেন, 'আরে রাখো তো রাজ্জাক। ১৯৭০ সালের পর দেশে আর কখনও ফেয়ার ইলেকশন হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই হয়েছে স্যার' রাজ্জাক জোর দিয়ে বললেন।

'হ্যাঁ হয়েছে? তা হলে এরশাদ সাহেবের সব ইলেকশনও ফেয়ার।'

এই নিয়ে যুক্তিতর্ক চলল বেশ কিছুক্ষণ।

এরপর একজন জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু দেশের অবস্থা কি?'

মাসুদ সাহেবই জবাব দিলেন,'অবস্থা আর কি? দেখতে পাচ্ছ না, ইন্ডিয়া যেভাবে এগিয়ে আসছে, তাতে অবস্থা বোধহয় বেশীদিন ভাল থাকবে না।'

রাজ্জাক সাহেব মাথা নেড়ে বলল, 'কি যে বলেন স্যার। আপনারা সব সময় ওই এক ইন্ডিয়া দেখেন স্যার। নিজেরা কিছু করতে পারেন না, বাঘ আসিয়াছে।'

www.nagorikpathagar.org

সবাই এক সঙ্গে হো হো করে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বাঘ যখন আসবে, তখন টের পাবে।'

রাজ্জাক এ যুক্তি মানতে নারাজ।

মাসুদ সাহেব বললেন, তা যদি না হয়, তা হলে শ্রীলংকায় গেল কেন ভারতীয় সৈন্য।'

'সে তো শ্রীলংকার সঙ্গে চুক্তি করেই গেল।'

কি পরিস্থিতিতে শ্রীলংকা চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে, সেটা ভুলে গেছ?'

অন্য একজন বলল, 'তবে ব্যাপারটা বোধহয় খারাপ হয়নি স্যার?'

'মানে?'

'ওখানে গিয়ে ভারতীয় সৈনিকরা মজা বুঝছে। এর মধ্যে আট হাজারেরও বেশী ভারতীয় সৈন্য মারা গেছে। কল্পনা করতে পারেন স্যার। অন্তত ভারতের আট হাজার গ্রামে আট হাজার পরিবারের কাছে ফিরে গেছে তাদের সন্তানের লাশ। একদিন রাশিয়ার মত লেজ গুটিয়ে ভারতকে পালাতে হবে শ্রীলংকা থেকে।'

'ইন্ডিয়া এত বড় ফোর্স, কি যে বলেন।' রাজ্জাক বলল।

অন্য আর একজন ধরল কথাটা। বলল, 'রাশিয়া কম বড় ফোর্স?'

'হ্যাঁ। কিন্তু...'

মাসুদ সাহেব বললেন, 'তুমি এসব বাদ দাও তো রাজ্জাক। ভারত মালদ্বীপে গেল কেন?'

'সে তো মালদ্বীপ সাহায্য চেয়েছে বলে?'

'কেন সাহায্য চাইল?'

'ভাড়াটে সৈন্যরা মালদ্বীপ দখল করতে গেছিল বলে।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। মালদ্বীপ দখল করার জন্য ওই ভাড়াটে সৈন্যদের ভারতই পাঠিয়েছিল।'

'তা কেমন করে হয় স্যার।' রাজ্জাক উড়িয়ে দিতে চাইল কথাটা।

মাসুদ সাহেব বললেন, 'তাই হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের সেখান থেকে ভারতে তাড়িয়ে দিচ্ছে কারা? ভারতীয় এজেন্টরা। তাড়িয়ে নিয়ে ট্রেনিং দিচ্ছে। অস্ত্র দিয়ে পাঠাচ্ছে বাংলাদেশের ভেতরে। কেন পাঠাচ্ছে?'

'কেন পাঠাচ্ছে স্যার?'

'তোমাকে চাপে রাখার জন্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম যদি বাংলাদেশের অংশ হয়ে থাকে, তাহলে ওখানে অ-উপজাতীয় লোকেরা গিয়ে থাকতে পারবে না কেন? উপজাতীয়রা এসে থাকুক অ-উপজাতীয় এলাকায়। কেউ না করবে? তুমি না করবে?'

www.nagorikpathagar.org

'তা না করব কেন?'

'সেটাই কথা। ওদের অকারণে ক্ষেপিয়ে বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করছে ভারত।'

মাসুদ সাহেবকে সমর্থন করল অন্য সবাই। চুপ করে গেল রাজ্জাক।

কামাল কথা বলল, 'এখন তো স্যার নেপাল নিয়েও একই গন্ডগোল লেগেছে।'

'কি রকম?'

'নেপাল ভারত ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করুক, তা কিছুতেই চায় না ভারত। নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করছে। দেখেন বড় ধরনের গন্ডগোল লাগল বলে।'

'আশ্চর্যের কিছু নাই।'

'নেপালে তো স্যার গোটা ব্যাপারটাই অন্য রকম।' কামাল বলল, 'ওখানে যেকোন ভারতীয় নাগরিক যোকোন সময় গিয়ে যতদিন খুশী থাকতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে। কোন পাসপোর্ট-ভিসা লাগে না।'

'ভিসা লাগে না?'

'না, স্যার, ইন্ডিয়ানদের জন্য কোন ভিসা লাগে না।'

'কেন?'

'ওটাই নেপালের সঙ্গে ভারতের চুক্তি। ল্যান্ড লক দেশ তো। খুব বেশী উপায়ও নেই স্যার। একমাত্র বেরোবার পথ চীনের সঙ্গে একটা সড়ক। ব্যাস। ভারত নেপালের এই অবস্থার সুযোগ নিচ্ছে।'

মাসুদ সাহেব নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, 'এটা কোন ধরনের ব্যবস্থা।'

'এটাই তো ব্যবস্থা স্যার। ইন্ডিয়ার গায়ের জোর আছে।'

'গায়ের জোরে এতটা করবে?'

'করছে তো স্যার' কামাল বলল, 'শুনলে আরও আশ্চর্য হবেন, নেপালে ভারতীয় কারেন্সি দিয়ে মুদী দোকান থেকেও জিনিসপত্র কেনা যায়।'

'কেন?'

'ডোমিনেশন। নেপালের সকল বড় বড় ব্যবসা, দোকান-পাট ভারতীয়দের। এমন কি বহু মুদী দোকানও ভারতীয়রা চালায়। সাধারণ নেপালীরা খুবই গরীব।'

'বল কি?'

'জ্বি স্যার। এভাবেই চলছে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে। তবে না, খুব বেশী হতাশার কারণ নেই। নেপালীদের মধ্যে এ নিয়ে ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে। ওরা এই শোষণ থেকে মুক্তি চায়। প্রতিবাদ উঠছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ভারতের

www.nagorikpathagar.org

এই ডোমিনেশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছে। নেপালী পার্লামেন্টের একজন সদস্য স্যার আমাকে বলেছিলেন যে, ভারত বাংলাদেশী সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিচ্ছে। আমাদের দেশ টিকাতে হলে, আমাদের ভারতীয় সীমান্ত বরাবর কাঁটাতারের বেড়া দিতেহবে।'

সবাই চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ পর রাজ্জাক বলল,

'আপনি নিজে নেপাল গেছেন?'

'জি।'

'কেন?'

'এমনি বেড়াতে। গিয়ে তো আমি থ' বনে গেছি। ওরা নিজেরাও এ থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজছে।'

একজন বয়স্ক শিক্ষক বললেন, 'তা হলে বাংলাদেশের কী হবে?'

'আগে থেকেই রুখতে না পারলে, অবস্থা এর থেকে খুব ভাল হবে বলে মনে হয় না স্যার।'

'এখন আবার স্বাধীন বঙ্গভূমি না কি একটা শুরু করেছে ওরা।'

'এটাও স্যার ইন্ডিয়ারই কারসাজি।'

'আরে না। স্বাধীন বঙ্গভূমি টঙ্গভূমি এগুলি স্যার সব বানোয়াট কথা।' রাজ্জাক বলল ফোস করে।

'তাইকি?' কামাল নিচু স্বরে বলল।

'তা নয়? শেখ হাসিনা বলেছেন, মাইনরিটির ওপর অত্যাচারের জন্য এখন এরশাদ সাহেব স্বাধীন বঙ্গভূমির ধুয়া তুলেছেন।'

কামাল বলল, 'কথাটা বোধহয় সত্যি নয়। হাসিনা তো এটাও বলেছেন যে, বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার জন্য নিরাপত্তার অভাবে হিন্দুরা ভারতে চলে যাচ্ছে।'

'যেতে পারে।' রাজ্জাক বলল।

'আপনি কি এমন কোন পরিবারকে জানেন যারা চলে গেছে?' একটু তীক্ষ্ণস্বরে প্রশ্ন করল কামাল।

'না,তবে না হলে শেখ হাসিনা বলবে কেন?'

'সেটাই তো প্রশ্ন? এই আমাদের এই গ্রামে অর্ধেক অর্ধেক হিন্দু-মুসলমান। কই সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের জন্য একটি পরিবারও কি ভারতে চলে গেছে?'

রাজ্জাক চুপ করে থাকল।

কামাল বলল, 'আসলে রাজীবও চান, বাংলাদেশে হিন্দুরা নিরাপদে নেই একথা শুনতে। কারণ তামিলরা নিরাপদে নেই অজুহাত দেখিয়ে শ্রীলংকায় যেভাবে ঢুকে পড়েছে। বাংলাদেশে হিন্দুরা নিরাপদে নেই বলে একই পথে ভারত এখানে ঢুকে পড়তে চায়।'

www.nagorikpathagar.org

'কিন্তু স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন তো ধূয়া।'

'তা বোধকরি আমরা মনে করতে পারি না। কারণ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ছয়টি জেলা নিয়ে এই স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন করছে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী হিন্দুরা। আশা করি কাগজে পড়েছেন, জ্যোতি বসু, ওই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, রাজীব সরকার স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলনের ধূয়া তুলে বাংলাদেশের এবং পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে চাইছেন। তিনি গোটা ভারতের সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রতি আহবান জানিয়েছেন, এই আন্দোলন না করার জন্য রাজীবের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে।'

'কবে?' রাজ্জাক জানতে চাইল।

'এই কিছুদিন আগে। তারিখটা আমার মনে নেই। অবজারভারের প্রথম পাতায় বেরিয়েছিল খবরটা। এবং শেখ হাসিনা এ কথায় কোন কান দেননি। এখনও বলে বেড়াচ্ছেন হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। অথচ বাংলাদেশ সারা পৃথিবীতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত। এই যে ভারত এত বড় নাকি গণতন্ত্র, তবু সেখানে প্রতিদিনই কোন না কোন এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হচ্ছে। প্রতিদিন মারা যাচ্ছে সংখ্যালঘুরা।' কামাল বলল,'স্যার, আমাদের ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক থাকা দরকার।'

মাসুদ সাহেব বললেন, 'আরে কামাল, তুমি বাংলাদেশের মানুষ চিনো নাই। আল্লাহ না করুন যদি সে রকম দিন আসে, দেখবে এই রাজ্জাক পর্যন্ত লাঠি নিয়া খাড়াইয়াযাইব।'

একটু থেমে কামাল বলল, 'তা অবশ্য ঠিক স্যার। তবে ষড়যন্ত্রের বিশাল জাল পাতা হয়েছে যশোর-খুলনা বেল্টে। ওইসব এলাকায় গেলে দেখবেন স্বর্ণালংকারের দোকানের নাম দিয়ে শূন্য একটা টেবিল নিয়ে বসে আছে বহু লোক। কেউ কেউ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ চাকরি ছেড়ে দিয়ে দোকান ফেদেছে। কোন স্বর্ণ নাই, গহনা নাই, গ্রাহক নাই, কিচ্ছু নাই। ওগুলি হল, স্বাধীন বঙ্গভূমি মদদ দানের ঘাঁটি। এসব দোকানের মাধ্যমে হুন্ডি করে কোটি কোটি টাকা পাচার হয়ে যায় ভারতে। এই দিকটায় একটা মহাষড়যন্ত্র চলছে স্যার।'

'এভাবেচলবে?'

'না, স্যার। তবে আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করার মত। গত ইলেকশনের সময় খবর বেরিয়েছিল ভোটের তালিকা নিয়ে। লক্ষ্য করেছেন স্যার?'

'না তো। কী?'

'ত্রিশ হাজার ফলস ভোটারের নাম তালিকাভূক্ত করা হয়েছিল হিন্দু নামে। পরে অবশ্য অভিযোগের ভিত্তিতে সেগুলি বাতিল হয়ে যায়। এখানেও লক্ষ্য করার

www.nagorikpathagar.org

মত, কারা এই নাম তালিকাভূক্ত করল। এরা ভোট দিতে আসত কোথেকে? এর পেছনে কারণ কি? এটা লক্ষ্য করলে জিনিসটা অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

তখন টিফিন শেষের ঘন্টা পড়ল।

মাসুদ সাহেব বললেন, 'আরে ঘাবড়াইও না। এ দেশের দশ কোটি মানুষ দাঁড়িয়ে যাবে দেশ রক্ষার জন্য। আল্লাহ ভরসা।

www.nagorikpathagar.org

আট

অফিসে তোফাজ্জল সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। কামাল বলে, 'কি ভাই, জুজুর ভয়-টয় কিছু পাচ্ছেন?'

'না ভাই, ওসব নিয়ে আপনি থাকেন। আমার এত ধান্ধা নেই।'

'আপনি ধান্ধা বলছেন একে?'

'না মানে....।'

'টের পাবেন। তখন বোধহয় সময় থাকবে না।'

খুব একটা পাত্তা দিল না তোফাজ্জল সাহেব। হাসল কামাল। বাংলাদেশকে তার এগার কোটি মানুষ নিয়ে নিজেকেই দাঁড়াতে হবে। কিন্তু পলিটিক্যাল এরিয়ায় এ নিয়ে তেমন কোন সাড়া-শব্দ নেই। হাসিনা যা বলছেন, তা বঙ্গভূমিঅলাদের পক্ষেই যাচ্ছে। এভাবে বলা যায়? এর উদ্দেশ্য কি? অন্য কেউ তেমন তোড়জোড় করছেন না। ফ্রিডম পার্টি, জামাত, ব্যাস। বিএনপিও কেমন ঢিমেতেতালা। জাতীয় পর্টিরও তেমন সাড়া-শব্দ নেই। কিন্তু জনগণ আছে শক্ত দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ, জনগণই চূড়ান্ত ভরসা। আগে তো দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, তারপর দল-রাজনীতি। ইন্ডিয়ান অ্যাগ্রেশন এখন স্লো ওয়েতে আসছে। আস্তে আস্তে এক-পা দুই-পা করে। ভেস্টেড ইন্টারেস্ট গ্রুপ বাড়ছে. ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ভারত তার স্বার্থের বিস্তার ঘটাচ্ছে। কোথায়ও না কেথায়ও, কোন না কোন কর্ণার থেকে কাউকে না কাউকে তো দাঁড়াতে হবে। কামাল দাঁড়াবে। কামরুল দাঁড়াবে, তওহিদ দাঁড়াবে, মাসূদ স্যার দাঁড়াবে, রানা দাঁড়াবে। বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষ দাঁড়াবে। ভারতের সম্প্রসারণবাদী থাবা ভেঙ্গে দিতে হবে, দিতেই হবে।

কামাল একথা বলতে বলতে টেবিলে চাপড় দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

www.nagorikpathagar.org

বাসায় ফিরে দেখল শিখাও আছে।

'কি ব্যাপার, আজ এত সকাল সকাল ফিরলে যে।'

'হ্যাঁ, স্কুল ছুটি হয়ে গেছে।'

'ভালই। আরও একটুক্ষণ বেশী দেখার সুযোগ পেলাম তোমাকে।'

'ঢং কোরো না,' শিখা বলল, 'জানা আছে আমার।'

কামাল কাপড় পাল্টাল না। হাত-মুখ ধুয়ে এসে খেতে বসল। বলল, 'শিখা, আসলে বেশ কিছুদিন থেকে একটা ব্যাপার নিয়ে আমি বেশ দুশ্চিন্তায় আছি।'

'আমারও তাই মনে হয়েছে। কিন্তু এভাবে সব জিনিস আমার কাছ থেকে গোপন করতে চাও কেন?'

'না, গোপন করতে চাই না। আবার তোমাকে দুশ্চিন্তায়ও ফেলতে চাই না।'

'কেন? আমি তোমার আনন্দ-বেদনা দুঃখ-উদ্বেগ সবকিছু শেয়ার করতে চাই।'

'তা চাও। ঠিক আছে। সব কথা তোমাকে বলতেও চাই না। কিন্তু সংকটটা দেশ নিয়ে। আসলে শিখা, দেশের অবস্থা খুব একটা ভাল নয়।'

'কেন?'

'ইন্ডিয়া যেভাবে প্রেসারাইজ করছে....।'

'কীভাবে?'

'এই ধর পাবর্ত্য চট্টগ্রাম, স্বাধীন বঙ্গভূমি, ব্যবসা-বাণিজ্য সব। এই সাব-কন্টিনেন্টে এখন শুধু বাংলাদেশ ছাড়া আর সব দেশ তো ভারত একরকম দখলই করে নিয়েছে। সিকিম তো বহু আগেই গিলে খেয়েছে ভারত। ভূটান ভারতের চাপের কাছে কিছু বলতেই পারছে না। জান, ভুটানের শতকরা আটানব্বই ভাগ ব্যবসা-বাণিজ্য ঢাকার সঙ্গে। ফরেন পলিসি নির্ধারণেও তার কোন স্বাধীনতা নেই। তারপর শ্রীলংকা, সেকথা তো তোমাকে আগেই বলেছি। জাস্ট জবরদস্তি সেখানে সৈন্য পাঠিয়ে দিল। শ্রীলংকার ব্যবসা-বাণিজ্য, ফরেন পলিসি সব কিছু এখন ইন্ডিয়ান ডোমিনেশনে। ভারত-শ্রীলংকা চুক্তিতে শ্রীলংকার ন্যাশনাল ল্যাংগুয়েজ পর্যন্ত ডিকটেট করেছে ভারত। চুক্তি অনুযায়ী শ্রীলংকাকে সকল সমরাস্ত্রও কিনতে হবে ভারত থেকে। বিদেশী কোন মিলিটারী অফিসার বা কোন সামরিক নৌযান শ্রীলংকায় আনতে চাইলে ভারতের পারমিশন লাগবে। বল তো, এ কেমন দবরদস্তি।

শিখা খেতে খেতে চুপ করে শুনছে সব।

কামাল বলল, 'মালদ্বীপে দেখো নিজেরাই ভাড়াটে বাহিনী পাঠিয়ে নিজেরাই প্রেসিডেন্ট গাইয়ুমকে রেসক্যু করতে গেছে। তারপর ভারতের সৈন্য রয়ে গেছে ওখানে। মালদ্বীপে কোন সেনাবাহিনী ছিল না। এখন সেনাবাহিনী হবে। ভারতীয় অস্ত্র বিক্রি হবে, মালদ্বীপের সঙ্গে বাণিজ্য হবে, নতুন মার্কেট। ব্যাস। শান্তিতে ছিল

www.nagorikpathagar.org

ছোট্ট একটা দ্বীপ দেশ, শান্তি শেষ। এ থেকে আরও একটা জিনিস হল, ভারত যদি কোন পছন্দের সরকার রাখতে চায়, আশেপাশের কোন দেশে, তা হলে দাদা হয়ে গিয়ে মিলিটারী নিয়ে হাজির হবে। নেপালের অবস্থাও তাই। এমনিতেও তো নেপাল অনন্যোপায়। তার ওপর গোটা ব্যবসা-বাণিজ্য দখল করে নিতে চায় ভারত। বাংলাদেশ-নেপাল ট্রানজিট চুক্তি আছে। কিন্তু ভারত তার সামান্য জায়গার ওপর দিয়েও নিতে দিচ্ছে না নেপালের জন্য পণ্য। কলিকাতা বন্দর থেকে পণ্য নিতে নেপালের খরচ পড়ে বেশি। কিন্তু দেবে না ভারত। নেপাল ভারতের মাতব্বরীর বাইরে কেন অন্য দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে, এটাতো ভারত মানতে পারে না।

খাওয়া থেমে গেছে শিখার। ও বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে কামালের দিকে।

কামাল বলল, 'খাওয়া শেষ কর।'

শিখাহাসল।

'এখন বাকী আছে বাংলাদেশ। পার্বত্য চট্টগ্রাম তো শেষ, এবার ধরেছে স্বাধীন বঙ্গভূমি।'

'সব হিন্দুরাই কি স্বাধীন বঙ্গভূমি করছে?'

'আরে না। ওরা সব আসে হিন্দুস্থান থেকে। এখানেও কিছু দালাল আছে। ওদের কাছে দেশের চেয়ে হিন্দুস্থান বড়। লড়াই শুরু হলে এগুলি সব এমনি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আরে স্বাধীন বঙ্গভূমি যদি হয়ও, তবে সেই হিন্দু রাষ্ট্র হবে ভারতের তাঁবেদার। তাতেই বা কি লাভ হিন্দুদের। একদিন স্বতন্ত্র আইডেনটিটির জন্য নেপালের মত লড়তে হবে ভারতের বিরুদ্ধে। জান তো পৃথিবীর একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র নেপাল। কিন্তু ভারতের সঙ্গে লাগছে কেন এখন? আসলে এগুলি কিছুই নয়। কিছু বাংলাদেশ বিরোধী লোক দিয়ে ভারত এগুলি করে বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রে পুরো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু তোমাকে বলে রাখি, এ দেশের মানুষ কোনদিন ভারতের এই দুরাশা পূর্ণ হতে দেবে না। আমরা রুখবই।' শিখার হাসিমুখ অনেকখানি ম্লান হয়ে গেল।

কিন্তু কামাল শিখার ম্লান মুখ দেখতে চায় না। কামাল চায়, যতদিন জীবিত আছে, যতদিন এই প্রিয় ভূমির বাতাস থেকে শ্বাস নেবে, যতদিন এই দেশের বৃক্ষ শাখায় ডাকবে রঙ্গিন পাখী, যতদিন পাতিহাঁস সাঁতার কাটবে বাড়ীর পুকুরে, যতদিন শিশু হাঁটি হাঁটি পায়ে চলবে উঠানের এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত, পবিত্র ধূলায় মাখামাখি করবে সুঘ্রাণ শরীর, ততদিন শিখা হাসবে, আনন্দে উদ্বেলিত আবেগের কন্ঠে বলবে, ভালবাসি, তোমাকে ভালবাসি। সেজন্যই রক্ষা করতে হবে মাতৃভূমির পবিত্রতা। লড়তে হবে।

www.nagorikpathagar.org

শিখার পিঠে হাত রাখল কামাল। বলল, 'এত ভাবছ কি? বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি, ভারতীয় দূর্বৃত্তরা সেটা বুঝে যাবে। আরে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় ফ্যাসিস্ট নাজী বাহিনী স্ট্যালিনগ্রাদ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। দখল করে ফেলেছিল গোটা ইউরোপ। তারপর যখন উল্টো মার শুরু হল, তখন একেবারে গর্তে ঢুকে গিয়েছিল। দেশপ্রেমিক সাধারণ মানুষের প্রতিরোধের কাছে কোন ফ্যাসিস্ট শক্তিই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করতে পারে না। পারবেও না।'

কামাল সময়কে কোলে নিয়ে হাঁটল কিছুক্ষণ। সময় দুষ্টুমি করে। চুল টেনে দেয়, বাবা চশমা পর কেন। সিগারেট খাওয়া খারাপ। বৃহস্পতিবার বিকেলে থেকো বাসায়, টিভিতে দেখায়, কেমন করে মানুষ সিগারেট খেয়ে মরে যায়।

শিখার কপালে আলতো করে চুমু খেয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সব কথা শিখার সঙ্গে আলাপ করা যায় না। কামরুলের ওখানে গিয়ে সময়টা কাটানো যায়। কিছু একটা বোধহয় করা দরকার। বঙ্গভূমির নেতা হুমকি দিয়েছে, পঁচিশে মার্চ ওরা তিরিশ হাজার সেনা নাকি বাংলাদেশে প্রবেশ করাবে। তাদের ফলো করার জন্য কে থাকবে? সত্যি কি পরিস্থিতি এখানে দাঁড়িয়ে গেছে ইতিমধ্যেই? অসম্ভব, তা হতে পারে না। নিশ্চয়ই তাদের প্রতিরোধ করতে বিডিআর বাহিনীর সঙ্গে দাঁড়াবে আমাদের জনগণ। সীমান্তে বলে এ নিয়ে ঢাকার পরিচিত মহলে তেমন আলোচনা শোনেনি কামাল। কিন্তু একটা কিছু তো করা দরকার।

রিকশা এসে থামল কামরুলের অফিসের সামনে।

আড্ডা জমে উঠেছে। কামরুল, তওহিদ, শিবলী, নোমান, ইফাত।

ও ঢুকতেই হৈ চৈ করে উঠল কামরুল, 'দোস্ত খবর পেয়েছ? বঙ্গভূমিঅলারা নাকি হাফপ্যান্ট পরে আসছে ২৫ তারিখে, বাংলাদেশ দখল করতে।'

'এখন?'

'আরে রাখো, বাংলাদেশের মানুষ ওই শালাদের হাফপ্যান্ট খুলে পাছায় চুন-কালি মেখে অ্যাবাউট টার্ন করে দেবে।'

'তবে জ্যোতি বাবু কিন্তু বেশ শক্ত লোক' বলল তওহিদ, 'রাজীবকে ডিনাই করে পশ্চিমবঙ্গের ওইসব এলাকায় এক শ' চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে দিয়েছে।'

শিবলী বলল, 'তাতে খুব কাজ হবে বলে মনে হয় না।'

'কেন?'

ইফাত বলল, 'শেষ পর্যন্ত তো জ্যোতিবাবুকে গোর্খাল্যান্ডও মেনে নিতে হয়েছে।'

কামরুল বলল, 'আরে রাখ তো, কোথায় গোর্খাল্যান্ড, কোথায় বাংলাদেশ।'

www.nagorikpathagar.org

কামাল ঘড়ি তুলে তারিখ দেখল। কামরুলকে বলল, 'দোস্ত কবে আসবে বললে?'

'পঁচিশতারিখ।'

'তারিখটা ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।'

কামাল শুধু বলল, 'ঠিক আছে।'

চা এল। সিগারেট এল।

এই সংবাদে অস্বস্তি বেড়ে গেছে কামালের। এত দূর ধৃষ্টতা? বাংলাদেশে অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য এই পর্যন্ত যাচ্ছে রাজীব সরকার? কামালের চোয়াল দৃঢ় হয়ে উঠল।

তওহিদরা ততক্ষণে অন্য আলোচনায় চলে গেছে। কামরুল বলল, 'তওহিদ, তোমার ওই কবি সাহেব সংবাদে একটা কলাম লিখেছেন, দেখেছ?'

'কি লিখেছেন?'

'লিখেছেন সরকারী কাগজে চাকরি করে তিনি খুব গ্লানিবোধ করেছেন। এখন আর সে গ্লানি নেই। ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক। এখন মুক্ত।'

'কেমন করে?' ইফাত বলল।

'সংবাদ তো আর সরকারী কাগজ নয়।'

'কিন্তু সংবাদও কি স্বাধীন নিরপেক্ষ সংবাদপত্র ?'

'তা জানি না ভাই,' কামরুল বলল।

ইফাত বলল, 'কিন্তু উনি তো সারা জীবনই সরকারী কাগজে চাকরি করেছেন। মর্নিং নিউজ–এ ছিলেন। দৈনিক পাকিস্তানে ছিলেন ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। স্বাধীনতার পরও ছিলেন ওই কাগজে। রিজাইন করলেন তো সেদিন।

'কেন, রিজাইন করলেন কেন?'

'শুনেছি, তালগোলে মন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরদিন পার্লামেন্ট ভেঙে দেয়া হল। ফুট্টুস।' আর এখন গংগা স্নান সেরে ধোয়া তুলসী পাতা সাজার আগ পর্যন্ত ওই সরকারী পত্রিকারই প্রধান সম্পাদক পদে বহাল ছিলেন। জীবনে যা কিছু পেয়েছেন সবই তো ওই কাগজের ওপর ভর করেই। সারা পৃথিবী ঘুরেছেন সম্পাদক হিসাবে। এক লাইন না লিখেও দক্ষিণ এশিয়ার সেরা সম্পাদক হিসেবে মিৎসুবিশী অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। গ্লানিই যদি বোধ করেছেন তবে ওই পুরস্কারটা নিতে তো হাত কাঁপেনি, গ্লানি হয়নি। সকল মজা লুটে নিয়ে বুড়া বয়সে গঙ্গায় ডুব দিয়ে একেবারে সাফ–সুতরো হয়ে গেছেন না?'

ওর কথা বলার ভঙ্গীতে সবাই একসঙ্গে হেসে ফেলল।

কামরুল বলল, 'তোমাদের ওই কবিরাজ কেন পত্রিকায় কলাম লিখছে খেয়াল করেছ?'

www.nagorikpathagar.org

'কেন?'

কবিতায় ফিলিপস পুরস্কার না পেয়ে কলামিস্ট হিসেবে ফিলিপস ধরবার জন্য।'

'ধুর, ওই কলামের জন্য ফিলিপস পাবে? '

'বলা যায় না। এখানে তো অনেক কিছু ম্যানেজ করা যায়রে বাবা।' কামরুল বলল।

কামাল বলল, 'তুমি হঠাৎ এতটা ক্ষেপে গেলে কেন?'

আরে রাখেন, 'ওই সরকারী কাগজে যখন সম্পাদক ছিলেন, তখন দৈনিক তার ছবি ছাপা হত, কার ড্রইং রুম উদ্বোধন করেছেন, সে ছবিও ছাপা হয়েছে। কম তো নেননি।'

'আরে বাদ দাও তো এসব।' কামাল বলল। ওর আর ভাল লাগছে না। ও আবার ঘড়ি দেখল। আজ তেইশ তারিখ।

কামাল হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, 'দোস্ত, দোয়া রেখো, আমি পঁচিশ তারিখের সকালের ফ্লাইটে যশোর যাব।'

'কেন?' কামরুল জিজ্ঞেস করল।

এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না কামাল। বলল, 'ফিরে এসে বলব।'

'বঙ্গভূমি ঠেকাতে যাচ্ছিস না তো।' কামরুল বলল।

'হ্যাঁ, ঠেকাতে হলে এক সময় তো যেতেই হবে। আগেই যাই।'

কামাল বেরিয়ে পড়ল।

www.nagorikpathagar.org

নয়

চব্বিশ তারিখ রাতে কামাল ফোন করল রানাকে, 'দোস্ত তোদের ওদিককার খবর কি রে? '

'খবর ভাল দোস্ত।'

'ওই হাফপ্যান্টের শালারা সত্যি আসবে?'

'মনে হয়।'

'পরিস্থিতি কি রে?'

'আরে চিন্তা নাই। বিডিআর কারফিউ দিয়েছে। সীমান্ত এলাকায় হাজার হাজার লোকও রেডী। এলে বোধহয় আর আন্দোলন নিয়ে ফিরে যেতে হবে না।'

'দোস্ত। আমি আসছি ফার্স্ট ফ্লাইটে। আমিও যাব।'

'কোথায় যাবি তুই?' রানা বেশ বিস্ময়ের সঙ্গে বলল।

'সীমান্ত এলাকার কোন একটা স্পটে।'

'বলিস কি?

'কেন?'

'কোথাও না কোথাও তো দাঁড়াতে হবে দোস্ত।'

'চমৎকার। চলে আয়। আমিও যাব সকালে।'

'তা হলে একসঙ্গে যাই।' কামাল বলল।

'নিশ্চয়ই।'

'বেনাপোলের কাছাকাছি কোন স্পটে যাব।'

'সাদীপুর যেতে পারি।'

'ও কে। যদি সত্যি লড়াই বাঁধে তা হলে আই ওয়ান্ট টু পার্টিসিপেট দোস্ত।'

'ওকে, চলে আয়।'

www.nagorikpathagar.org

রানার সঙ্গে কথা শেষ করে ও তওহিদকে ফোন করে বলল, ও যাচ্ছে সীমান্তে। ইচ্ছা করলে ওরাও যেতে পারে। তওহিদ বলল যে, ওরা তো সেদিনই ঠিক করে, যাবে সীমান্তে। তওহিদ, ইফাত, শিবলী।

কামাল কিছু বলল না।

এয়ারপোর্টে যাবার আগে স্ত্রী-পুত্রকে অনেকক্ষণ বুকে জড়িয়ে ধরে রাখল। শিখার কপালে ঠোঁট ছুঁইয়ে রাখল অনেকক্ষণ।

বলল, ' তোমাকে ভালবাসি।'

কেন যেন হঠাৎ শিখার।চোখ আর্দ্র হয়ে এল

ও আস্তে করে কামালের বুকে মাথা নামিয়ে রাখল। সময়কে অনেকক্ষণ ধরে বুকের মাঝখানে জড়িয়ে রাখল কামাল। ব্যাংকের ব্লাংক চেকে সই করে শিখার হাতে দিল। তারপর চলে গেল।

শিখা বুঝতে পারল না, জরুরী কাজে যশোর যেতে আজ কেন একরম সেনসেটিভ হয়ে গেল কামাল। শিখা অনেকক্ষণ বারান্দায় কামালের যাবার পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

বাংলাদেশ বিমানের ফকার দাঁড়িয়ে আছে টারমাকে। ঝকঝকে সকাল। বিমানের দরজার সামনে বিমানবালা দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। 'আসছালামু আলায়কুম।'

রানওয়েতে খানিকক্ষণ দৌড়ে সাঁ করে আকাশে উঠে গেল ফকার বিমানটি।

কামালের আসন জানালা ঘেঁষে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একেবারে নীল আকাশে উঠে গেল বিমানটি। কামাল তাকিয়ে দেখল। বহুদিন ভূমি থেকে তাকিয়ে সে নীল আকাশ দেখেছে। প্রথম প্রেমে পড়ার পর এই আকাশের মেঘপুঞ্জের ভেতরে কতদিন সে প্রণয়িনীর চেহারা দেখেছে। রাতের আকাশে জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে বিহ্বল হয়েছে। কখনও দেখেছে, আকাশ জুড়ে পাখীর ঝাঁক ঘরে ফিরছে সন্ধ্যায়।

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল কামাল। মেঘের ভেতর দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে বিমান। এই মেঘ থেকে বৃষ্টি নামে, সেই বৃষ্টি ভিজিয়ে দিয়ে যায় শস্যের জমিন। আর্দ্র জমি থেকে মাথা ফুঁড়ে শিশুর হাসির মত আস্তে আস্তে উঠে ফসলের ডগা। কামাল বহুদিন শস্যক্ষেতের পাশে বসে বসে ধান গাছের মাথা তোলা দেখেছে। লাউয়ের বীজ ফুড়ে চারা উঠতে দেখেছে, কলার গাছ উঠতে দেখেছে। এমন সুনীল আকাশ আর কোথায় আছে!

আবেগে কামালের চোখ ভারী হয়ে আসে। আমার স্বদেশ ভূমি, ভূমির ওপর এই অনন্ত আকাশ। জমিন থেকে অনন্ত উর্ধ্ব পর্যন্ত সবটুকু জায়গা আমার। আনন্দে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল কামাল।

www.nagorikpathagar.org

প্লেন থেকে নেমেই কামাল দেখল, রানা দাঁড়িয়ে আছে। ও হাত মুঠো করে উর্ধ্বে ছুড়ে দিল। বাইরে এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল রানাকে।

'এসে গেছি দোস্ত।'

'হাঃ। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। আমরা গিয়ে দাঁড়াব সাদীপুর। ওখানে কাদের আছে। কোন চিন্তা নাই। ও সব অ্যারেঞ্জ করে রাখবে।

রানাদের বাড়ী যশোরের ঘোপে। ওখানে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে চা খেয়ে ওরা রওনা হল।

যশোর থেকে বেনাপোল। বেনাপোল থেকে সামান্য উত্তরে সাদীপুর। বেনাপোল যাবার পথ খুব মসৃণ নয়। সামান্য ভাল তো, কিছুটা খারাপ। খানা-খন্দও আছে. দু'পাশে গ্রাম, কর্মব্যস্ত মানুষ। দূরে ভারত-বাংলাদেশ পরিত্যক্ত রেল লাইন। এখনও লাইন আছে, ট্রেন চলে না। কোথায়ও মাঠ জুড়ে সোনালী ফসল। রাস্তার পাশে ছোট-খাট দোকানপাট। সেখানে নির্বিরোধ মানুষের চলাফেরা। হাসিমুখের রমণী ও শিশু। দু'একটা মহিষের গাড়ী। কোনটা শূন্য, কোনটায় নামান মাল-সামান। এর ভেতর দিয়ে ট্রাকে করে ভারত থেকে আসছে মেশিনপত্র।

রানা কামালের কাঁধে চাপড় দিল,'দেখেছিস, ভারত থেকে শুধু আসছেই, আসছেই। বার্টারে আসে না দোস্ত। ক্যাশে আনতে হয়। ঠিক আছে, আমাদের মেশিন নাই, আনব, যে বার্টারে দেয়, তার কাছ থেকেই আনব। অন্য কোথায়ও থেকে আনতে গেলেই এই বিপত্তি।'

'আরে রাখ তো দোস্ত। এইসব ইকুয়েশনের সমাপ্তি ঘটাতে হবে। যা শালা। ভারতের সঙ্গে সব বাণিজ্য বার্টারে করতে হবে।'

'তা ছাড়া উপায় নাই দোস্ত।'

ওরা পৌছল বেনাপোল। এখানকার রাস্তাঘাট আরও খারাপ। কোথায়ও কোথায়ও কাদা। ব্যস্ত সব মানুষ। তবু এর ভেতর থেকেই মাটির ঘ্রাণ নিল কামাল।

বেনাপোল থেকে গাজীপুর যাবার যানবাহন বাইসাইকেল অথবা রিকশাভ্যান। ওরা দু'জনেই একটা রিকশাভ্যান ভাড়া করল।

সাদা ঝকঝকে বেলেমাটির রাস্তা। ফুড ফর ওয়ার্ক প্রজেক্টে মাটি ফেলা হয়েছে। রাস্তার দু'পাশে বাবলা আর ইপিলইপিল গাছের সারি। গাছগুলি বয়সে তরুণ। মাথা উঁচিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসে দুলছে সামান্য। যেন ঘোষণা করে দিতে চায়, আমরা কোন অবস্থাতেই এই চক্রান্ত মেনে নেব না।

সড়কের পরে দু'পাশে সবুজ গ্রাম। টালি আর শনের ঘরবাড়ী। দু'একটি শিশু খেলছে সড়কের ধারে।

www.nagorikpathagar.org

নিজের গ্রামের মতই পরিচিত মনে হয় এই পথ। শস্যক্ষেত। মাঠে কর্মরত মানুষ, উঠানে কাজ করতে থাকা গৃহবধু। বাতাসের ঘ্রাণে ভরে আসে বুক।

রানা বলল, 'দোস্ত এ এলাকার মানুষ কিন্তু এমনিতেই জঙ্গী। সব সময় প্রস্তুত থাকে। এই সীমান্ত এলাকাও বাংলাদেশের বার্লিন ওয়াল বলতে পারিস।

'তা তো হবারই কথা। প্রথম ধাক্কাটা যে এদেরই মোকাবিলা করতে হয়।'

'তা–ও ঠিক।'

' আজ এখানে আসতে পেরে দোস্ত নিজেকে অহংকারী মনে হচ্ছে। গর্বিত বিজয়ী মনে হচ্ছে।'

'ইয়েস দোস্ত।'

সাদীপুর গ্রামের বাজারই কেন্দ্র। সাজান দোকানপাট। এ পাশে, ও পাশে দু'একটা চায়ের দোকান। রানা আর কামাল গিয়ে বসল একটা চায়ের দোকানে।

ওরা চা খেতে খেতেই কাদের এসে হাজির। আরে রানা ভাই,'আমি অনেকক্ষণ আপনারে খুঁজছি।'

রানা পরিচয় করিয়ে দিল কামালকে। বলল,'এই আসছি মিনিট পনের।'

চা খেয়ে ওরা উঠল। কাদেরদের বাড়ীতে যাবার আগে কামাল এলাকাটা ঘুরে দেখতে চাইল। গ্রামটা হেঁটে দেখল এদিক ওদিক। গ্রামে প্রস্তুতি আছে। কোথায়ও কোথায়ও সীমানা চিহ্নিতকরণ পিলারগুলি পড়ে আছে। কাঁটাতারের বেড়ার চিহ্নও নেই কোন কোন জায়গায়। আজ সীমান্ত থেকে একটু দূরে চরছে গরু–বাছুর। কাদের বলল, 'গরু কখনও ঘাস খেতে খেতে ওপারেও চলে যায়। ওদের দিক থেকেও আসে। ওপারে চলে গেলে কখনও কখনও ধরে রাখে ওরা, তখন ফ্যাসাদ বাঁধে।'

কোথায়ও কোথায়ও দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে লোকজন। নিচু স্বরে কথাবার্তা বলছে। কাদের বলল, 'ভাববেন না যে, খালি খালি দাঁড়িয়ে। রাম দা, সড়কি, বল্লম সব আছে। ওই শালারা খালি মুখ দেখালেই হয়। ফেঁড়ে ফেলব একেবারে।'

ওরা হাঁটিতে হাঁটিতে কুদলা নদী পর্যন্ত এগিয়ে গেল। বাংলাদেশ সীমান্তের ভেতরে নদীর স্রোতধারা কঠিন হয়ে এসেছে। এই নদীর উজানেও ভারত বাঁধ দিয়ে পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। এই এলাকায় এটাকে 'মিনি ফারাক্কা' বলা হয়।

ফেরার পথে রানা কাদেরকে বলল, 'কামাল এসেছে ঢাকা থেকে। আমিও এসেছি।'

কিছুটা দূরে দূরেই দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ। কিশোর থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সব লোকজনই আছে। যেন কারও অপেক্ষা করছে ওরা সবাই।

কাদের বলল, 'খালি এখানেই না, একেবারে ফুটখালি থেকে দৌলতপুর, আছড়া, বেনাপোল, সাদীপুর থেকে একেবারে শালকোনা পর্যন্ত লোক দাঁড়িয়ে আছে। কোপাইয়া চাকা চাকা করে ফেলব। যা হবার হবে।'

www.nagorikpathagar.org

কাদেরকে ভাল লাগল কামালের। ওর তেজী জেদী দৃপ্ত কথাবার্তায় মনটা ভরে গেল একেবারে।

কাদের ওদের নিয়ে তরুণদের একটি দলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। 'আপনারা থাকবেন এই দলে। আমি ওদিকটা দেখে আসি।'

ওপারে বেশ দূরে ইন্ডিয়ান গ্রাম দেখা যায়। দলের কেউ কেউ বসে আছে। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছে। দৃষ্টি ওপারের দিকে।

এভাবে অপেক্ষায় উৎকন্ঠায় সময় কেটে গেল অনেকখানি। সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে। মানুষের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে উঠছে। কামাল পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল। নির্মল আকাশ, বিস্তারিত ছায়ার মধ্য দিয়ে দূর গ্রামে প্রশান্তি নেমে এসেছে। কখনও কখনও দু'একটি ছেলে এ গ্রুপ থেকে ও গ্রুপে ছুটে যাচ্ছে।

ঘরে ফিরছে পাখীর ঝাঁক। সে ঝাঁকের পেছনে কখনও একটি দলছুট পাখী। প্রাণপণে মেলার চেষ্টা করছে ঝাঁকের সঙ্গে।

দূরে গিয়েছিল যারা কৃষিকাজের জন্য, তারাও ফিরে আসছে ঘরে। অস্তগামী সূর্যের লাল আভা ছড়িয়ে পড়ছে চর্তুদিকে।

তখনই হঠাৎ চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। যে যেখানে ছিল দাঁড়িয়ে পড়ল টান টান হয়ে। সামনে ভারতীয় গ্রামে বুঝি নড়ে উঠল কয়েকটা আবছা দেহ। কিসের যেন একটা অস্পষ্ট ধ্বনি শোনা গেল। কাদের কোত্থেকে ছুটে এসে কামালের হাতে একটা রাম দা' আর রানার হাতে একটা বল্লম তুলে দিয়ে গেল। ধনুকের ছিলার মত, মসজিদের মিনারের মত টান টান হয়ে দাঁড়াল সবাই। কাঁধের ওপর হঠাৎ করস্পর্শে ফিরে তাকাল কামাল। দেখল ওর পাশাপাশিই দাঁড়িয়ে গেছে তওহিদ, শিবলী আর ইফাত। কেউ কোন কথা বলল না। শুধু মুষ্টি ওপরে তুলে দৃঢ়তা ঘোষণা করল।

ওপারের ছায়ারা বুঝি আরও একটু নড়ে উঠল। একবার টর্চ লাইটের আলো জ্বলে নিভে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চরাচর কাঁপিয়ে শত লক্ষ কণ্ঠে দেশব্যাপী এক সঙ্গে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলঃ বাংলাদেশ, জিন্দাবাদ। বাংলাদেশ, জিন্দাবাদ.....'

রচনাকাল ঃ এপ্রিল ১৯৮৯

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.pathagar.com